



কিশোরীর মৃত্যু
সাঁতার শিখতে এসে সুইমিংপুলে ডুবে মৃত্যু হল এলিনা দত্ত ভট্টাচার্য নামে এক কিশোরীর। মঙ্গলবার সকালে সল্টলেকের ঘটনা **পৃষ্ঠা-৪**



কেজরি জেলেই
সুপ্রিম কোর্টে স্বস্তি পেলেন না। ২০ মে পর্যন্ত কেজরির জেল হেফাজতের মোয়াদ বাড়ানোর আদেশ দিলি আদালতের **পৃষ্ঠা-৭**



ডাক ১৫ জনের
জাতীয় শিবিরে মোহনবাগানের ৮ জনকে ডাকলেন ইগর স্তিমাচ। সুযোগ পেলেন মুম্বই সিটি এফসির ৭ জন ফুটবলার **পৃষ্ঠা-৮**

আজকের আবহাওয়া

বজ্রবিদ্যুৎসহ ঝড়বৃষ্টি	বায়ু ২০
তাপমাত্রা	কিমি/ফার্নাইট
সর্বোচ্চ ৩৩°সেঃ	সর্বনিম্ন ২৫°সেঃ
সর্বোচ্চ ৯৫.০০	সর্বনিম্ন ৬.০৭

সকাল সকাল শাহকে ভোট দিলেন মোদী সবচেয়ে বেশি ভোট পড়ল অসমে, কম মহারাষ্ট্রে

বিশেষ সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি: মোটামুটি শান্তিতেই মিতল তৃতীয় দফার লোকসভা নির্বাচন। সার্বিকভাবে নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, রাত ৮টা পর্যন্ত দেশে ভোটের হার ৬১.৪৫%। সামান্য দু'য়েকটি ঘটনা বাদ দিলে মঙ্গলবার তৃতীয় দফার ভোট শান্তিপূর্ণভাবেই মিটেছে। ভোটদানের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ভোট পড়েছে অসমে। বিকেল ৫টা পর্যন্ত অসমে ভোট পড়েছে ৫৫.০১%। ভোটদানের নিরিখে সবচেয়ে তৃতীয়স্থানে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ। বিকেল ৫টা পর্যন্ত রাজ্যে ভোটদানের হার ৭৩.৯৩%। রাজ্যে ৫৭ জনের প্রার্থীর ভাগ্যপরীক্ষা হয় এই তৃতীয় দফায়। মঙ্গলবার সকাল সকাল আহমেদাবাদের রানিণি এলাকার নিশান হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের ভোটকেন্দ্রে নিজের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তাঁর সঙ্গী ছিলেন অমিত শাহ। লোকসভা ভোটের প্রচারে গোটা দেশ চরে বেড়াচ্ছেন নরেন্দ্র মোদী। তার মধ্যেও নিজের ভোটদানে অবিচল প্রধানমন্ত্রী। দলের বিশ্বস্ত সৈনিক অমিত শাহকে ভোট দিয়ে বেরিয়ে এসে এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন প্রধানমন্ত্রী। সাদা কুর্তা-পাজামার ওপর গেরাফা-হলুদ ডোরাকাটা মোদী আকস্মিক তরতাজা লাগিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে। মোদী এদিন বলেন, 'আজ লোকসভা নির্বাচনের তৃতীয় দফা। আমি দেশবাসীর কাছে বিশেষভাবে আবেদন জানাচ্ছি, সকলে গণতন্ত্রের এই উৎসবে শামিল হন। এটা সামান্য নয়, আমাদের দেশে ভোটদান অত্যন্ত গুরুত্ব রয়েছে। আর ৪ দফা ভোট



■ অমিত শাহকে ভোট দিয়ে বেরোলেন প্রধানমন্ত্রী। মঙ্গলবার

ভোটের হার

জম্মুপুর	৭২.১৩%
মালদহ দক্ষিণ	৭৩.৬৮%
মালদহ উত্তর	৭৩.৩০%
মুর্শিদাবাদ	৭৬.৪৯%
উপনির্বাচন	
ভগবানগোলা	৭৩.৬৮%

৪ কেন্দ্রের ভোটে খুশি কমিশন

কলকাতা: তৃতীয় পর্বের ভোটে আইনশৃঙ্খলা নিয়ে চিন্তা ছিল নির্বাচন কমিশনের। তবে শান্তিতেই ভোট পূর্ব সাজ করে সেই চ্যালেঞ্জ উত্তরে গেল কমিশন। প্রথম ২ দফার মতো তৃতীয় দফার ভোট মোটামুটি ঘটনা বিহীন। যদিও বিক্ষিপ্ত কিছু অশান্তির ঘটনা ঘটেছে মুর্শিদাবাদ ও বাকি ৩ কেন্দ্রে। নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, বিকেল ৫টা পর্যন্ত মালদহ উত্তর, মালদহ দক্ষিণ, জম্মুপুর ও মুর্শিদাবাদ লোকসভা কেন্দ্রে মোট ভোট পড়েছে ৭৩.৯৩%। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক আরিজ আফতাব বলেন, 'মঙ্গলবার সেরকম বাড়ী কোনো ঘটনা ঘটেনি। মোটের ওপর শান্তিতেই ভোট প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। মানুষ সৃষ্টি ও শান্তিপূর্ণভাবে ভোট দিয়েছেন। কমিশনের তরফে সব রকম নজরদারি ছিল।' তবে কমিশনের এত প্রচার সত্ত্বেও তৃতীয় পর্বেও সার্বিকভাবে ৭ পাতায়

এসএসসির চাকরিতে পদ্ধতিগত দুর্নীতি আছে আপাতত চাকরি বাতিল নয়

আদালত সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি: আপাতত সুপ্রিম কোর্টে স্বস্তি পেলেন ২০১৬ সালের এসএসসি নিয়োগ প্রক্রিয়ায় চাকরি বাতিল হওয়া ২৫,৭৫৩ জন। মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টের প্রধানবিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড় জানান, 'এখনই চাকরি বাতিল করা হচ্ছে না। যদি যোগ্য আর অযোগ্যদের মধ্যে পার্থক্য করা সম্ভব না হয়, সেজন্য গোটা প্যানেল বাতিল করা ন্যায্য হবে না।' চাকরি বাতিলের কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি দেবাংশু বসাকের ডিভিশন বেঞ্চের আদেশের ওপর স্থগিতাদেশ জারির পাশাপাশি সুপ্রিম কোর্ট আরও জানিয়েছে আপাতত কারোকে মাইনে ফেরত দিতে হবে না। তবে এসএসসির ২০১৬ সালের



প্যানেলে যারা চাকরি পেয়েছিলেন তাঁদের মুচলেকা দিতে হবে। পরে তাঁদের নিয়োগ অবৈধ বলে প্রমাণিত হলে অযোগ্যদের টাকা ফেরত দিতে হবে। সুপ্রিম কোর্টের প্রধানবিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়ের বেঞ্চের আরও পর্যবেক্ষণ, 'যদি স্থূল সার্ভিস কমিশন যোগ্য ও অযোগ্যদের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে তা হলে পুরো প্যানেল বাতিল করা হবে না। যদি ভবিষ্যতে প্রমাণিত হয় কারা যোগ্য আর কারা অযোগ্য তা হলে পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে।' আগামী ১৬ জুলাই এই মামলার চূড়ান্ত রায় দেবে সুপ্রিম কোর্টের ৩ বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ।

যোগ চিকিৎসা ডিপ্লোমা কোর্স

ভর্তি চলছে

১ বৎসর, আরম্ভ ৩০শে জুন ২০২৪
ক্লাস প্রতি রবিবার ১টা থেকে ৪টা।

শ্রীমতী সন্তোষা ইনস্টিটিউট
১৯৭৭
১০১, সাদিন অ্যাডমিনিস্ট্রিভিভ, কল-২৯
৯০৫১৭২১৪২০ / ৯৩০৫৯৭৮৪৪

এদিন সংক্ষিপ্ত রায় শোনাতে গিয়ে সুপ্রিম কোর্টের প্রধানবিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়ের ডিভিশন বেঞ্চ আরও জানায়, 'সিবিআই যেমন অবৈধ নিয়োগ নিয়ে তদন্ত চালিয়ে

যাচ্ছিল। সেভাবেই তদন্ত চালিয়ে যাবে। তবে সুপারিন্টেন্ডেন্টের পদ তৈরি নিয়ে মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে তদন্তের ওপর স্থগিতাদেশ বহাল থাকবে।' মঙ্গলবার প্রধানবিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়, বিচারপতি জে বি পার্টিওয়ালার ও বিচারপতি মনোজ মিশ্রর বেঞ্চ জানায়, আগামী ১৬ জুলাই আদালতের রায়ের বৈধতা নিয়ে প্রমাণিত হলে মাইনে ফেরত দিতে হবে অযোগ্যদের। সিবিআই তদন্ত চালিয়ে নিয়ে যাবে। তবে তারা কোনো কড়া পদক্ষেপ করতে পারবে না। হাই কোর্টের আদেশ ছিল অবৈধ চাকরিপ্রাপকদের হেফাজতে নিতে পারবে সিবিআই। অন্যদিকে, সুপারিন্টেন্ডেন্টের পোস্ট তৈরি নিয়ে মন্ত্রিসভার তদন্ত যে স্থগিতাদেশ জারি করা হয়েছিল তা বহাল থাকবে।

ও অযোগ্য বাছাই সম্ভব। পুরো নিয়োগের মধ্যে ৮,৩২৪ বেআইনি নিয়োগ হয়েছে। সিবিআই তদন্ত থেকেও উঠে এসেছে। বাকি নিয়োগে যোগ্যদের তালিকা রয়েছে। প্রধানবিচারপতি এই মামলায় এসএসসির ভূমিকার কড়া সমালোচনা করে বলেন, 'কীভাবে বাইরের একটি সংস্থাকে নিজেদের তথ্য তুলে দিল এসএসসি? কেন নিয়ম মেনে টেন্ডার ডাকেনি। তা'ছাড়া নাইসা নামে সে সংস্থাকে ওএমআর শিট স্ক্যানিং করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল তারা আবার অন্য সংস্থাকে নিয়ে এসএসসি অফিসে যায়। অথচ এসএসসি তা জানে না। এটা কীভাবে সম্ভব? সমাজের পিছিয়ে পড়া অংশের মানুষ এখনো সন্তানদের সরকারি চাকরির জন্য তৈরি করে। এমন ধরনের দুর্নীতি তাদের হত্যা করবে। পদ্ধতিগত দুর্নীতি করা হয়েছে।' ৭ পাতায়

সুখবর
ফিলিপিন্সে জলের তলায় খোঁজ মিলল শহরের
সুখবর ব্যুরো: প্রবল গরমে আংশিকভাবে শুকিয়ে যায় গুরুত্বপূর্ণ বাঁধের একাংশ। তাতেই ফিলিপিন্সে ৩০০ বছরের পুরোনো জলের তলায় থাকা পান্ডিবাঙ্গান শহর জেগে উঠেছে। সাতের দশকে বাঁধের নির্মাণের সময় জলমগ্ন হয়ে পড়ে ধীরে ধীরে জলের তলায় চলে যায় ফিলিপিন্সের এই শহর। প্রচণ্ড শুষ্ক ও গরম আবহাওয়াতেই একমাত্র এই জলের তলায় থাকা জেগে ওঠে। অতীতে এরকম ঘটনা কয়েকবার ঘটেছে। এবার প্রবল গরম ফের একই ঘটনা ঘটেছে। ফিলিপিন্সে একদিকে যেমন তাপমাত্রা চড়ছে তেমনিই বহু এলাকা খরার মুখোমুখি হয়েছে। বহু ইঞ্জিনিয়ারদের কথায় বাঁধ নির্মাণের পর এত দীর্ঘ সময় পর জলের তলায় থাকা শহর জলের ওপরে ভেসে উঠল।

ইকনমি করিডরে দেড় লাখ চাকরি হবে : মুখ্যমন্ত্রী

সঞ্জয় সরকার
বিষ্ণুপুর : বাঁকুড়া জুড়ে আর রঘুনাথপুর জুড়ে আরো দেড় লাখ ছেলে-মেয়ের চাকরি হবে। তার জন্য আমরা ইকনমি করিডর তৈরি করছি। কাজের জন্য আপনাদের আর বাইরে কোথাও যেতে হবে না। এখানে অনেক শিল্প আসছে। আগামী দিনে সেখানেও মানুষের প্রচুর কাজ হবে। মঙ্গলবার বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্রের দলীয় প্রার্থী সূজাতা মণ্ডল ও বাঁকুড়া কেন্দ্রের প্রার্থী অরুণ চক্রবর্তীর সমর্থনে পাত্রসায়ের রেল স্টেশন সংলগ্ন মাঠে জনসভায় এই আশ্বাস দেন মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়। এদিনও তাঁর আক্রমণের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও তাঁর দল বিজেপি। তিনি বলেন, 'রামার গ্যাসের দাম কত? আমরা দিচ্ছি বিনা পয়সায় চাল আর মোদী দিচ্ছে হাজার টাকায় গ্যাস। হাজার টাকায় গ্যাসে ফুটছে বিনা পয়সায় চাল। বিজেপি যা বলে তা করে না, কিন্তু আমরা মোটা বলি সেটা করে দেখাই। আমাদের ১ লাখ ৭৪ হাজার কোটি টাকা কেন্দ্র আটকে রেখে দিয়েছে। আমাদের কাছে টাকা নেই তবুও আমরা বাংলার গরিব মানুষকে বাংলার বাড়ি করে দিয়েছি। আরো ১ লাখ মানুষকে এই বাড়ি করে দেওয়া হবে। জব কার্ড হোল্ডারদের ১০০ দিনের মজুরির টাকা কেন্দ্র দেয়নি। আমরা এবার ৫০ দিনের কাজ দিয়ে গরিব মানুষদের মজুরির টাকা দেব। আমরা বলেছিলাম, পশ্চিমবঙ্গে এনআরসি চালু করতে দেব না। তাই এখানে এনআরসি আর ক্যা চালু করতে পারেনি। যতদিন আমরা সেহে প্রাণ থাকবে ততদিন আমরা এই বিচ্ছিন্নতা চালু করতে দেব না।' ৭ পাতায়

আজ উচ্চ মাধ্যমিকের ফল বেরোবে

শ্রীমতী বসু
কলকাতা : আজ, বুধবার উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল বেরোবে। বুধবার বেলা ১টায়ে আনুষ্ঠানিকভাবে ফল ঘোষণা করবেন উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য। শিক্ষা সংসদের দফতর, বিন্দ্যাসাগর ভবনে হবে সাংবাদিক বৈঠক। তবে আগে পরে বছরের তুলনায় এবছর ফল বের করার কিছু নিয়মের বদল করা হয়েছে। সাধারণত এর আগে দুপুর ১টায়ে সাংবাদিক বৈঠক করে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি আনুষ্ঠানিকভাবে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল ঘোষণা করতেন। এর আধ ঘণ্টার মধ্যেই পরীক্ষার্থীরা অনলাইনে নিজেদের পরীক্ষার ফল দেখতে পেতেন। কিন্তু চলতি বছর পরীক্ষার ফল আনুষ্ঠানিকভাবে দুপুর ১টায়ে ঘোষণা করা হলেও অনলাইনে পরীক্ষার্থীরা ফল দেখতে পাবেন তারও ২ ঘণ্টা পর বেলা ৩টা থেকে। ৭ পাতায়

আমরা মুসলিম ও ইসলাম বিরোধী নই : মোদী

তরুণপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়
নয়াদিল্লি : আমরা ইসলাম বিরোধী নই, মুসলিমদের বিপক্ষেও নই। সর্বভারতীয় এক সংবাদমাধ্যমে সাক্ষাৎকারে এই ঘোষণা করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ধর্মীয় মেরুকরণ নিয়ে তাঁর মন্তব্য ঘিরে তোলপাড় দেশের রাজনীতি। এই নিয়ে এবার মুখ খুললেন মোদী। তিনি এদিন ব্যাখ্যা দিয়ে জানান, লোকসভা ভোটের প্রচারে

মুসলিম ইস্যুতে যে মন্তব্য করেছেন তা কখনোই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে টার্গেট করে ছিল না। ওই সাক্ষাৎকারে মোদী বলেন, 'আমরা মুসলিমদের বিপক্ষে নই। ইসলাম বিরোধীও নই। এটা আমাদের কাজ নয়। মুসলিম সম্প্রদায় সবটাই বুঝতে পারছে। তিন স্বাক্ষর প্রথা বাতিল করার সময়, মুসলিমদের আয়ত্বান কার্ড দেওয়ার সময় বা কোভিড টিকাকরণের সময় মুসলিম বোনরা মনে করেন আমি একজন সং মানুষ। আমি ধর্মের

ভিত্তিতে ভেদাভেদ করি না।' কংগ্রেস অনবরত মুসলিমদের মধ্যে ভয়ের পরিবেশ তৈরি করে দিতে উদ্যত বলেও মন্তব্য করেন নরেন্দ্র মোদী। ওই সাক্ষাৎকারে নরেন্দ্র মোদী বলেন, 'যখন অটল বিহারী বাজপেয়ীর সরকার ছিল তখনই বিজেপি তাদের ইশতাহারে রামমন্দির নির্মাণ ও সংবিধানের ৩৭০ অনুচ্ছেদ বাতিলের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। সেখানে সামাজিক ন্যায়ের প্রতিশ্রুতি দেওয়া ছিল। ধর্মনিরপেক্ষতার ৭ পাতায়

এবছর মাধ্যমিক / H.S. পরীক্ষা দিয়েছে নাকি ডিগ্রি কোর্স পড়ছে ?

ভাবছ কোন বিষয় নিয়ে পড়লে কয়েক বছরের মধ্যে ভালো মাইনের চাকরি পাবেই ?

চাকরির চাহিদা অনুযায়ী কোন প্রফেশনাল কোর্স, কম কোর্স ফ্রী-তে, কোথা থেকে পড়বে ?

এসব জানাতেই হচ্ছে

কেরিয়ার ফেয়ার
১০ ও ১১ মে (শুক্রবার ও শনিবার)

জ্যাক পল রেসিডেন্সি (ব্যান্ডগোয়েট হল), হসপিটাল রোড, মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর

থাকবে দেশ ও রাজ্যের প্রথম সারির ডিগ্রি, ডিপ্লোমা, আইটিআই, নার্সিং, প্যারামেডিক্যাল, ফার্মাসিউটিক্যাল, অ্যাগ্রিকালচারাল আর অন্যান্য টেকনিক্যাল ও নন-টেকনিক্যাল কলেজ, চাকরির কোচিং ইনস্টিটিউটের স্টল

স্পট অ্যাডমিশনের ওপর পাবেন বিশেষ ছাড়

উপস্থাপনায় : কর্মসংস্থান

ধাক্কা ফ্রি টিফিন

আকর্ষণীয় গিফট

সুখবর সফর সফর Appointment & Career News

Sponsored by: **NCSM** NATIONAL COMPUTER SAKSHARTA MISSION

Co-sponsors: **KALYANI Reliable CHITKARA UNIVERSITY**

In Gracious Presence: **JIS** JIS GROUP, **FDI** Government of India, **Small Scale Industries** Indian Institute of Packaging, **RICE** EDUCATION, **moople** INSTITUTE OF ANIMATION AND DESIGN, **SEACOM** SKILLS UNIVERSITY, **TUM** HOTEL & HOSPITALITY MANAGEMENT COLLEGE

VIMT, **ARIZ**, **CARREOGRAPH** Institute of Management Studies, **KOSHYS** GROUP OF INSTITUTIONS, **SPANDAN** School & College of Nursing, **iims** India Institute of Management Studies, **DBU** Degree College of Business Studies, **LIBERTY FOUNDATION**

HIM The Institute of Healthcare Management, **DR.B.C.ROY SOCIETY ENGINEERING**, **GAMMELIA** A TRUSTEE TRUST, **SAI**, **SHIRK** Education, **LIBERTY FOUNDATION**

Infinity The Institute of Software, **ADSN**, **seac** GROUP, **BU**

বিনামূল্যে প্রবেশ করতে ফোন করুন : **6291684943**

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT. THIS DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES. THIS PUBLIC ANNOUNCEMENT IS NOT INTENDED FOR PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY OUTSIDE INDIA.



VERITAAS ADVERTISING LIMITED



Veritaas Advertising Limited (the "Company") was incorporated on July 31, 2018 under the name and style of 'Veritaas Advertising Private Limited', a private limited company under the Companies Act, 2013, pursuant to a certificate of incorporation dated August 1, 2018 issued by the Registrar of Companies, Central Registration Centre. Subsequently, our Company was converted into a public limited company pursuant to a resolution passed by our Shareholders in an Extraordinary General Meeting held on December 23, 2023 and consequently the name of our Company was changed to 'Veritaas Advertising Limited' and a fresh certificate of incorporation dated February 1, 2024 was issued by the Registrar of Companies, West Bengal at Kolkata. For details of change in Registered Office of our Company, please refer to the chapter titled "History and Certain Corporate Matters" on page 140 of the Red Herring Prospectus.

Registered office: 38/2A, Gariahat South Road, Dhakuria, Rash Behari Avenue, Kolkata - 700 029, West Bengal, India | Telephone: +91 334 044 6683 | Facsimile: NA | E-mail: info@veritaasadvertising.com | Website: www.veritaasadvertising.com
Contact Person: Mahima Khandelwal, Company Secretary & Compliance Officer | Corporate Identity Number: U74999WB2018PLC227215

OUR PROMOTERS: DEBOJYOTI BANERJEE, SANGITA DEBNATH AND MINA DEBNATH

THE ISSUE IS BEING MADE IN ACCORDANCE WITH CHAPTER IX OF THE SEBI ICDR REGULATIONS (IPO OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES) AND THE EQUITY SHARES ARE PROPOSED TO BE LISTED ON SME PLATFORM OF NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED (NSE EMERGE).

THE ISSUE

INITIAL PUBLIC OFFER OF UPTO 7,44,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10/- EACH ("EQUITY SHARES") OF VERITAAS ADVERTISING LIMITED (THE "COMPANY" OR "VERITAAS" OR "ISSUER") AT AN ISSUE PRICE OF ₹ [●] PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ [●] PER EQUITY SHARE) FOR CASH, AGGREGATING UP TO ₹ [●] LACS ("PUBLIC ISSUE") OUT OF WHICH UPTO 37,200 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10/- EACH, AT AN ISSUE PRICE OF ₹ [●] PER EQUITY SHARE FOR CASH, AGGREGATING ₹ [●] LACS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY THE MARKET MAKER TO THE ISSUE (THE "MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE PUBLIC ISSUE LESS MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E. ISSUE OF UPTO 7,06,800 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10/- EACH, AT AN ISSUE PRICE OF ₹ [●] PER EQUITY SHARE FOR CASH, AGGREGATING UP TO ₹ [●] LACS IS HEREINAFTER REFERRED TO AS THE "NET ISSUE". THE PUBLIC ISSUE AND NET ISSUE WILL CONSTITUTE 26.35 % AND 25.04%, RESPECTIVELY OF THE POST- ISSUE PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.

- QIB PORTION: NOT MORE THAN 49.75% OF THE NET ISSUE
- RETAIL PORTION: NOT LESS THAN 35.14% OF THE NET ISSUE
- NON-INSTITUTIONAL PORTION: NOT LESS THAN 15.11% OF THE NET ISSUE
- MARKET MAKER PORTION: UPTO 37,200 EQUITY SHARES OR 5.00% OF THE ISSUE

PRICE BAND: ₹ 109.00 TO ₹ 114.00 PER EQUITY SHARE OF FACE VALUE ₹ 10/- EACH.

THE FLOOR PRICE IS 10.9 TIMES OF THE FACE VALUE AND

THE CAP PRICE IS 11.4 TIMES OF THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES.

BIDS CAN BE MADE FOR A MINIMUM OF 1200 EQUITY SHARES AND IN MULTIPLES OF 1200 EQUITY SHARES THEREAFTER.

RISKS TO INVESTORS:

- The approval for installation of Police Booth and Traffic Signal Post are issued by the Police Department, and the installation has to be completed within a time period of 1 month from the date of approval. If the installation is not completed within 1 month, the approval becomes invalid and no new approval is issued to a company which fails to complete the installation within the prescribed timeline.
- Advertising business is dependent on availability of space or sites for publishing of ads. Any significant increase in the prices of such ad space or sites or nonavailability of such ad space or sites may adversely affect our business and results of operations.
- We significantly rely on police booth display for advertisement, and any interruption or nonavailability of such ad space or sites may adversely affect our business and results of operations.
- We rely on our workshop for fabrication and printing of advertisement material, and any interruption or delay in service from our workshop could impair our ability to execute the orders of our customers.
- The commercial success of our services depends to a large extent on the success of the success of our end use customers. If there is any downturn in the industries in which our customers operate, it could have a material adverse effect on our business, financial condition and results of operations.
- The Merchant Banker associated with the Issue has handled only 4 (four) public issues in the past three years.

• Average cost of acquisition of Equity Shares for the Promoters are as under:

NAME	WACA in ₹ per equity share
Debojyoti Banerjee	0.94
Sangita Debnath	N.A. as not holding any shares
Mina Debnath	1.81

• The Issue Price at the upper end of the Price Band is ₹114.00 per Equity Share.

• The Weighted average cost of acquisition compared to floor price and cap price:

Types of transactions	Weighted average cost of acquisition (₹ per Equity Shares)	Floor price (i.e. ₹ 109)	Cap price (i.e. ₹ 114)
WACA of Primary Issuance (except for bonus issue) (exceeding 5% of the pre issue capital)	NA*	NA*	NA*
WACA for secondary sale / acquisition (exceeding 5% of the pre issue capital)	NA*	NA*	NA*

*As there were no primary Issuance of shares and /or secondary sale / acquisition in last 18 months from the date of the Red Herring Prospectus.

• The Weighted average cost of acquisition of all Equity Shares transacted in the last one year, 18 months and three years from the date of RHP is as given below:

Period	Weighted Average Cost of Acquisition (in ₹)	Upper end of the Price Band (₹ 114.00) is 'X' times the weighted Average cost of Acquisition	Range of acquisition price: Lowest Price - Highest Price (in ₹)
Last 1 year	247.50	0.46	57.00 – 1200.00
Last 18 months / Last 3 years	105.71	1.08	10.00 – 1200.00

* Excluding bonus issue of shares out of free reserve.

PROPOSED LISTING:

The Equity Shares offered through this Red Herring Prospectus are proposed to be listed on the Emerge Platform of the National Stock Exchange of India Limited ("NSE") in terms of the Chapter IX of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018 as amended from time to time. Our Company has received an 'in-principle' approval letter dated April 25, 2024 from NSE for using its name in the Offer Documents for listing our shares on the Emerge Platform of NSE. For the purpose of this Issue, the Designated Stock Exchange will be NSE..

DISCLAIMER CLAUSE OF SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SEBI): Since the Issue is being made in terms of Chapter IX of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018, the Red Herring Prospectus has been filed with SEBI. In terms of the SEBI Regulations, the SEBI shall not issue any observation on the Offer Document. Hence there is no such specific disclaimer clause of SEBI. However, investors may refer to the entire Disclaimer Clause of SEBI beginning on page 226 of the Red Herring Prospectus.

DISCLAIMER CLAUSE OF NSE EMERGE (THE DESIGNATED STOCK EXCHANGE): It is to be distinctly understood that the permission given by NSE should not in any way be deemed or construed that the Offer Document has been cleared or approved by NSE nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Offer Document. The investors are advised to refer to the Offer Document for the full text of the 'Disclaimer Clause of NSE.

CREDIT RATING: This being the Issue of Equity Shares, no credit rating is required.

DEBENTURE TRUSTEES: As this is an Issue of Equity Shares, the appointment of Debenture trustees is not required.

IPO GRADING: Since this Issue is made in terms of Chapter IX of the SEBI (ICDR) Regulations, there is no requirement of appointing an IPO Grading Agency.

AVAILABILITY OF RED HERRING PROSPECTUS: Investors are advised to refer to the Red Herring Prospectus and the Risk Factors contained therein before applying in the Issue. Full copy of the Red Herring Prospectus is available on the website of Company at www.veritaasadvertising.com or at website of the BRLM at www.horizonmanagement.in or NSE EMERGE at www.nseindia.com and is expected to be available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in.

AVAILABILITY OF BID-CUM-APPLICATION FORMS: Registered Office: 38/2A, Gariahat South Road, Dhakuria, Rash Behari Avenue, Kolkata - 700 029, West Bengal, India. ; Tel: +91 33 4044 6683; Email: info@veritaasadvertising.com ; Facsimile: N.A. ; Horizon Management Private Limited, Telephone: +91 33 4600 0607; Email ID: smeipo@horizon.net.co, and at the selected locations of Registered Brokers, RTAs and CDPs participating in the Issue. Bid-cum-application Forms will also be available on the websites of NSE and the designated branches of SCSBs, the list of which is available at websites of the stock exchanges and SEBI.

BASIS FOR ISSUE PRICE

The Issue Price will be determined by our Company in consultation with the BRLM, on the basis of the Book Building Process and the quantitative and qualitative factors as described below. The face value of the Equity Shares is ₹10 each and the Floor Price is 10.9 times the face value at the lower end of the Price Band and 11.4 times the face value at the higher end of the Price Band. Investors should read the following summary with the section titled "Risk Factors", the details about our Company under the section titled "Our Business" and its financial statements under the section titled "Restated Financial Information" beginning on page 27, 113 and 165 respectively of the Red Herring Prospectus. The trading price of the Equity Shares of Our Company could decline due to these risks and the investor may lose all or part of his investment.

Qualitative Factors

Some of the qualitative factors and our strengths which form the basis for computing the Issue Price are:

- Fully integrated service portfolio offering result-oriented solutions
- Geographical presence
- Diverse customer base spread across various industries
- Well experienced management team with proven project management and implementation skills
- Infrastructure to support innovative and quality solutions
- Meeting expectation of clients and maintaining long term relationship with clients
- Marque Clientele

For further details, see "Our Business -Strengths" on page 113.

Quantitative Factors

Some of the information presented below relating to our Company is based on the Restated Financial Statements. For details, see "Restated Financial Statements" on page 165. Investors should evaluate our Company and form their decisions taking into consideration its earnings, and based on its growth strategy.

Some of the quantitative factors which may form the basis for computing the Issue price are as follows:

1. Basic and Diluted Earnings per Share (EPS)

Fiscal Year ended	Basic EPS (in ₹)	Diluted EPS (in ₹)	Weight
March 31, 2023	2.27	2.27	3
March 31, 2022	0.65	0.65	2
March 31, 2021	1.02	1.02	1
Weighted Average	1.52	1.52	-
Period ended February 10, 2024*	8.11	8.11	-

*Not Annualised

Notes:

- (1) Weighted average = Aggregate of year-wise weighted EPS divided by the aggregate of weights i.e. (EPS x Weight) for each year/Total of weights
- (2) Basic Earnings per Equity Share (₹) = Restated profit for the period/year divided by Weighted average number of equity shares outstanding during the period/year, read with note 1 above
- (3) Diluted Earnings per Equity Share (₹) = Restated profit for the period/year divided by Weighted average number of diluted equity shares outstanding during the period/year, read with note 1 above
- (4) Earnings per Share calculations are in accordance with the notified Accounting Standard 20 'Earnings per share'. The face value of equity shares of the Company is ₹ 10/-.
- (5) The figures disclosed above are based on the Restated Financial Statements.

(Continued next page...)

(Continued from previous page...)

II. Price/Earning ("P/E") ratio in relation to Price Band of ₹ 109.00 to ₹ 114.00 per Equity Share:

Particulars	P/E at the Floor Price (number of times)*	P/E at the Cap Price (number of times)*
Based on Basic and Diluted of ₹ 2.27 as at March 31, 2023	48.02	50.22
Based on Weighted Average EPS of ₹ 1.52	71.63	74.92

Industry Peer Group P/E ratio

Particulars	Industry P/E (number of times)
Highest	24.74
Lowest	11.41
Average	18.07

Notes:

- The industry high and low has been considered from the industry peer set provided above. The industry composite has been calculated as the arithmetic average P/E of the industry peer set disclosed above.
- All the financial information for listed industry peers mentioned above is sourced from the annual reports of the relevant companies for Fiscal 2023, as available on the websites of the NSE and BSE.

III. Return on Networth ("RoNW")

Fiscal Year ended	RoNW (%)	Weight
March 31, 2023	48.99%	3
March 31, 2022	27.52%	2
March 31, 2021	76.48%	1
Weighted Average	46.75%	
For the period ended February 10, 2024*	44.23%	

*Not Annualised

Notes:

- Weighted average = Aggregate of year-wise weighted Return on Net Worth divided by the aggregate of weights i.e. (Return on Net Worth x Weight) for each year / Total of weights.
- Return on Net Worth (%) = Restated profit for the year divided by Net worth at the end of the period/year.
- Net worth: Equity Share capital and other equity less capital reserves

IV. Net asset value per Equity Share (face value of ₹ 10/- each)

Particulars	NAV ¹ per equity share (₹)
As on February 10, 2024	17.05
As on March 31, 2023	99.55
After the Completion of the Issue:	
- At the lower end of the price band of ₹ 109.00	41.28
- At the lower end of the price band of ₹ 114.00	42.60
- At Issue Price ²	101

Notes:

- Net Asset Value per Equity Share = Net worth derived from Restated Financial Statements as at the end of the period/ year divided by number of equity shares outstanding as at the end of period /year as per Restated Financial Statements.
- Issue Price per Equity Share will be determined on conclusion of the Book Building Process.

COMPARISON OF ACCOUNTING RATIOS WITH LISTED INDUSTRY PEERS

We believe following is our peer group which has been determined on the basis of listed public companies comparable in the similar line of segments in which our Company operates i.e. outdoor advertisement, whose business segment in part or full may be comparable with that of our business, however, the same may not be exactly comparable in size or business portfolio on a whole with that of our business.

Following is the comparison with our peer company listed in India

Name of the company	Consolidated/ Standalone	Face value (₹ per share) ^	Closing price on February 16, 2024 (₹ per share)	Revenue from Operations (₹ in Lakhs)	EPS (₹)		NAV (₹ per share)	P/E Ratio	RoNW (%)	PAT margin (%)	Market cap to Revenue from operation
					Basic	Diluted					
Veritas Advertising Limited*	Standalone	10	N.A.	774.84	2.27	2.27	99.55	101	48.99%	5.66%	101
PEER GROUP											
Crayons Advertising Limited	Standalone	10	228.10	27,568.45	9.22	9.22	29.91	24.74	30.82%	6.02%	1.49
Maagh Advertising & Marketing Services Limited	Consolidated	10	17.80	2,003.47	1.56	1.56	42.59	11.41	3.67%	2.56%	0.29

*Financial information for our Company is derived from the Restated Financial Statements as at and for the Fiscal 2023.

[^]Will be updated in the Prospectus.

Source: All the financial information for listed industry peer mentioned above is sourced from the annual report of the relevant companies for Fiscal 2023, as available on the websites of the NSE and BSE.

~ To be updated in the Prospectus.

Notes for peer group:

- Return on Net Worth (%) = Profit for the year ended March 31, 2023 divided by Total Equity of the Company as on March 31, 2023.
- NAV is computed as the Total Equity of the Company as on March 31, 2023 divided by the outstanding number of equity shares as on March 31, 2023.

The trading price of the Equity Shares could decline due to the factors mentioned in the section "Risk Factors" on page 27 and any other factors that may arise in the future and you may lose all or part of your investments.

KEY FINANCIAL AND OPERATIONAL PERFORMANCE INDICATORS ("KPIs")

Key Performance Indicators (KPIs) are imperative to the Financial and Operational performance evaluation of the company. However, KPIs disclosed below shall not be considered in isolation or as substitute to the Restated Consolidated Financial Information. In the opinion of our Management the KPIs disclosed below shall be supplementary tool to the investor for evaluation of the company.

The KPIs disclosed below have been approved by a resolution of our Audit Committee dated February 19, 2024 and the members of the Audit Committee have verified the details of all KPIs pertaining to the Company. Further, the members of the Audit Committee have confirmed that there are no KPIs pertaining to our Company that have been disclosed to any investors at any point of time during the three years period prior to the date of filing of the Red Herring Prospectus. Further, the KPIs herein have been certified by M/s. A A A J & ASSOCIATES, Chartered Accountants, by their certificate dated February 19, 2024.

The KPIs of our Company have been disclosed in the sections "Our Business" and "Management's Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations" starting on pages 113 and 205, respectively. We have described and defined the KPIs, as applicable, in "Definitions and Abbreviations" beginning on page 6. Our Company confirms that it shall continue to disclose all the KPIs included in this section on a periodic basis, at least once in a year (or any lesser period as determined by the Board of our Company), for a duration of one year after the date of listing of the Equity Shares on the Stock Exchange or till the complete utilization of the proceeds of the Fresh Issue as per the disclosure made in the Objects of the Offer Section, whichever is later or for such other duration as may be required under the SEBI (ICDR) Regulations, 2018.

Set forth below are KPIs which have been used historically by our Company to understand and analyse the business performance, which in result, help us in analyzing the growth of various verticals of the Company that have a bearing for arriving at the Basis for the Issue Price.

Some of the key performance indicators which may form the basis for computing the Issue Price are as follows:

(₹ in lakhs except percentages and ratios)

Key Performance Indicators	For the period ended February 10, 2024*	March 31, 2023*	March 31, 2022*	March 31, 2021*
Revenue from Operations	903.26	774.84	336.97	230.41
EBITDA ⁽¹⁾	258.68	104.96	23.76	26.57
EBITDA Margin ⁽²⁾⁽³⁾	28.64%	13.55%	7.05%	11.53%
Profit After Tax for the Year / Period	156.79	43.89	12.58	19.73
PAT Margin ⁽⁴⁾	17.36%	5.66%	3.73%	8.56%
ROE ⁽⁵⁾	44.24%	48.99%	27.52%	78.48%
ROCE ⁽⁶⁾	39.65%	36.06%	15.87%	104.88%
Net Debt/ EBITDA ⁽⁷⁾	0.80	0.95	1.64	-

*Not annualised for the period ended February 10, 2024

^{*}As certified by the Statutory Auditor vide their certificate dated February 19, 2024

KPIs disclosed above has been approved by the Audit Committee of the Company in their meeting held on dated February 19, 2024.

Explanation for the Key Performance Indicators

- EBITDA means Earnings before interest, taxes, depreciation and amortisation expense, is calculated as profit before tax/ (loss) before extraordinary item for the period/year and adding back finance costs, and depreciation & amortisation expenses.
- EBIT means Earnings before interest and tax, and is calculated as profit before tax/ (loss) before extraordinary item for the period/year and adding back finance costs.
- EBITDA Margin is calculated as EBITDA as a percentage of Revenue from operations.
- PAT Margin is calculated as profit after tax for the year / period as a percentage of Revenue from operations.
- Return on Equity (ROE) is calculated as profit after tax for the year/period divided by Total Equity.
- Return on Capital Employed (ROCE) is calculated as EBIT divided by Capital Employed. Capital Employed is calculated as total assets less total current liabilities as at the end of the period/year.
- Net Debt/ EBITDA: Net Debt is calculated as total borrowings (including lease liabilities) less cash and cash equivalents and bank balances other than cash and cash equivalents as at the end of the period/year divided by EBITDA.

We shall continue to disclose these KPIs, on a half-yearly basis, for a duration that is at least the later of (i) three years after the listing date; and (ii) the utilization of the issue proceeds disclosed in the objects of the issue section of the Prospectus. We confirm that the ongoing KPIs would be certified by the statutory auditor of the issuer Company.

Explanation for KPI metrics

KPI	Explanations
Revenue from Operations (₹ in Lakhs)	Revenue from Operations is used by our management to track the revenue profile of the business and in turn helps assess the overall financial performance of our Company and size of our business.
EBITDA (₹ in Lakhs)	EBITDA provides information regarding the operational efficiency of the business.
EBITDA Margin (%)	EBITDA Margin is an indicator of the operational profitability and financial performance of our business.
Profit After Tax (₹ in Lakhs)	Profit after tax provides information regarding the overall profitability of the business.
PAT Margin (%)	PAT Margin is an indicator of the overall profitability and financial performance of our business.
RoE (%)	RoE provides how efficiently our Company generates profits from average shareholders' funds.
RoCE (%)	RoCE provides how efficiently our Company generates earnings from the average capital employed in the business.
Net Debt/ EBITDA (in Times)	Net Debt by EBITDA is indicator of the efficiency with which our Company is able to leverage its debt service obligation to EBITDA.

Comparison of the Key Performance Indicators with our listed peers:

(₹ in lakhs)

Key Performance Indicators	Veritas Advertising Limited ⁴	Crayons Advertising Limited ⁴	Maagh Advertising & Marketing Services Limited ⁴
Revenue from Operations	903.26	27,568.45	2,003.47
EBITDA ⁽¹⁾	258.68	2,441.01	146.58
EBITDA Margin ⁽³⁾	28.64%	8.85%	7.32%
Profit After Tax for the Year	156.79	1,659.27	51.23
PAT Margin ⁽⁴⁾	17.36%	6.02%	2.56%
ROE ⁽⁵⁾	44.24%	30.82%	3.67%
ROCE ⁽⁶⁾⁽⁸⁾	39.65%	40.87%	5.52%
Net Debt/ EBITDA ⁽⁷⁾	0.80	-	-

Source: Annual Reports of the company / www.nseindia.com.

⁴Based on Financials for the period ended February 10, 2024 as certified by the Statutory Auditor vide their certificate dated February 19, 2024.

KPIs disclosed above has been approved by the Audit Committee of the Company in their meeting held on dated February 19, 2024.

⁴ Net debt is nil.

^{*} For the year ended March 31, 2023

Explanation for the Key Performance Indicators

Notes:

- EBITDA means Earnings before interest, taxes, depreciation and amortisation expense, is calculated as profit before tax/ (loss) before extraordinary item for the period/ year and adding back finance costs, and depreciation & amortisation expenses.

- EBIT means Earnings before interest and tax, and is calculated as profit before tax/ (loss) before extraordinary item for the period/year and adding back finance cost.
- EBITDA Margin is calculated as EBITDA as a percentage of Revenue from operations.
- PAT Margin is calculated as profit after tax for the year / period as a percentage of Revenue from operations.
- Return on Equity (ROE) is calculated as profit after tax for the year/period divided by Total Equity.
- Return on Capital Employed (ROCE) is calculated as EBIT divided by Capital Employed. Capital Employed is calculated as total assets less total current liabilities as at the end of the period/year.
- Net Debt/ EBITDA: Net Debt is calculated as total borrowings (including lease liabilities) less cash and cash equivalents and bank balances other than cash and cash equivalents as at the end of the period/year divided by EBITDA.

OPERATIONAL KPIs OF THE COMPANY:

Particulars	For the period February 10, 2024	For the Year ended on March 31		
		2023	2022	2021
Contribution to revenue from operations of top 5 / 10 customers				
Top 5 Customers (%)	45.27%	38.70%	39.77%	55.00%
Top 10 Customers (%)	58.85%	55.52%	59.56%	78.08%

Explanation for KPI metrics:

KPI	Explanations
Contribution to revenue from operations of top 5 / 10 customers	This metric enables us to track the contribution of our key customers to our revenue and also assess any concentration risks.

COMPARISON OF OPERATIONAL KPIs OF OUR COMPANY AND OUR LISTED PEER:

The operational KPIs of the listed peer are not publicly available.

COMPARISON OF OPERATIONAL KPIs OF OUR COMPANY AND OUR LISTED PEER:

The operational KPIs of the unlisted peer are not publicly available.

WEIGHTED AVERAGE COST OF ACQUISITION:

a) The price per share of our Company based on the primary/ new issue of shares (equity / convertible securities).

There have been no issuance of Equity Shares, excluding shares issued as bonus shares, during the 18 months preceding the date of this Red Herring Prospectus, where such issuance is equal to or more than 5% of the fully diluted paid-up share capital of the Company (calculated based on the pre-issue capital before such transaction(s)), in a single transaction or multiple transactions combined together over a span of 30 days.

b) The price per share of our Company based on the secondary sale / acquisition of shares (equity / convertible securities).

There have been no secondary sale / acquisitions of Equity Shares or convertible securities, where the promoters, members of the Promoters' Group or shareholder(s) having the right to nominate director(s) in the board of directors of the Company are a party to the transaction (excluding gifts), during the 18 months preceding the date of this Red Herring Prospectus, where either acquisition or sale is equal to or more than 5% of the fully diluted paid up share capital of the Company (calculated based on the pre-issue capital before such transaction(s) and excluding employee stock options granted but not vested), in a single transaction or multiple transactions combined together over a span of rolling 30 days.

c) Price per share based on the last five primary or secondary transactions:

Since there are no transactions to report to under (a) or (b) above, therefore, information based on last 5 primary or secondary transactions (secondary transactions where Promoters / Promoters' Group entities or shareholder(s), not older than 3 years prior to the date of this Red Herring Prospectus, irrespective of the size of transactions is not required, are not applicable.

Description on the historic use of the KPIs by us to analyze, track or monitor our operational and/or financial performance in evaluating our business, we consider and use certain KPIs, as stated above, as a supplemental measure to review and assess our financial and operating performance.

The presentation of these KPIs is not intended to be considered in isolation or as a substitute for the Restated Financial Information. We use these KPIs to evaluate our financial and operating performance. These KPIs have limitations as analytical tools. Further, these KPIs may differ from the similar information used by other companies and hence their comparability may be limited. Therefore, these metrics should not be considered in isolation or construed as an alternative to GAAP measures of performance or as an indicator of our operating performance, liquidity or results of operation. Although these KPIs are not a measure of performance calculated in accordance with applicable accounting standards, our management believes that it provides an additional tool for investors to use in evaluating our ongoing operating results and trends and in comparing our financial results with other companies in our industry because it provides consistency and comparability with past financial performance, when taken collectively with financial measures prepared in accordance with GAAP. Investors are encouraged to review GAAP financial measures and to not rely on any single financial or operational metric to evaluate our business.

For further details, please see the chapter titled "Basis for Issue Price" beginning on page 89 of the Red Herring Prospectus

BID/ISSUE PROGRAM

BID/ISSUE OPENS FOR ANCHOR INVESTORS ON :
FRIDAY, MAY 10, 2024

BID/ISSUE OPENS ON : MONDAY, MAY 13, 2024

BID/ISSUE CLOSES ON** : WEDNESDAY, MAY 15, 2024

**Our Company may in consultation with the BRLM, consider closing the Bid/Issue Period for QIBs one Working Day prior to the Bid/Issue Closing Date in accordance with the SEBI ICDR Regulations.

In case of any revision in the Price Band, the Bid/Issue Period shall be extended for at least three additional Working Days after such revision of the Price Band, subject to the total Bid/Issue Period not exceeding 10 Working Days. In cases of force majeure, banking strike or similar circumstances, our Company may, for reasons to be recorded in writing extend the Bid/Issue Period for a minimum of three Working Days, subject to the Bid/Issue Period not exceeding 10 Working Days. Any revision in the Price Band, and the revised Bid/Issue Period, if applicable, shall be widely disseminated by notification to the Stock Exchange by issuing a press release and also by indicating the change on the website of the BRLM and at the terminals of the Members of the Syndicate and by intimation to Designated Intermediaries and Sponsor Bank as applicable.

This Issue is being made through the Book Building Process, in terms of Rule 19(2)(b) of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, as amended ("SCRR") read with Regulation 229(1) of the SEBI ICDR Regulations of the SEBI ICDR Regulations, wherein not more than 49.75% of the Net Issue shall be available for allocation on a proportionate basis to Qualified Institutional Buyers ("QIBs") (the "QIB Portion"). Further, 5% of the QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to Mutual Funds only, and the remainder of the QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to all QIB Bidders, including Mutual Funds, subject to valid Bids being received at or above the Issue Price. However, if the aggregate demand from Mutual Funds is less than 5% of the QIB Portion, the balance Equity Shares available for allocation in the Mutual Fund Portion will be added to the remaining QIB Portion for proportionate allocation to QIBs. Further, not less than 15.11% of the Net Issue shall be available for allocation on a proportionate basis to Non-Institutional Investors and not less than 35.14% of the Net Issue shall be available for allocation to Retail Individual Investors in accordance with the SEBI ICDR Regulations, subject to valid Bids being received from them at or above the Issue Price. All Bidders are required to participate in the Issue by mandatorily utilizing the Application Supported by Blocked Amount ("ASBA") process by providing details of their respective ASBA Account (as defined hereinafter) in which the corresponding Bid Amounts will be blocked by the Self Certified Syndicate Banks ("SCSBs") or under the UPI Mechanism, as the case may be, to the extent of respective Bid Amounts. For details, see "Issue Procedure" on page 243 of the Red Herring Prospectus.

Bidders / Applicants should note that on the basis of PAN, DP ID and Client ID as provided in the Bid cum Application Form, the Bidders/Applicants may be deemed to have authorized the Depositories to provide to the Registrar to the Issue, any requested Demographic Details of the Bidders/Applicants as available on the records of the depositories. These Demographic Details may be used, among other things, for or unblocking of ASBA Account or for other correspondence(s) related to an Issue. Bidders/Applicants are advised to update any changes to their Demographic Details as available in the records of the Depository Participant to ensure accuracy of records. Any delay resulting from failure to update the Demographic Details would be at the Applicants' sole risk. Bidders / Applicants should ensure that PAN, DP ID and the Client ID are correctly filled in the Bid cum Application Form. The PAN, DP ID and Client ID provided in the Bid cum Application Form should match with the PAN, DP ID and Client ID available in the Depository database, otherwise, the Bid cum Application Form is liable to be rejected. Bidders/Applicants should ensure that the beneficiary account provided in the Bid cum Application Form is active.

CONTENTS OF THE MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF THE COMPANY AS REGARDS ITS OBJECTS: For information on the main objects and other objects of our Company, see "History and Certain Corporate Matters" on page 140 of the Red Herring Prospectus and Clause III of the Memorandum of Association of our Company. The Memorandum of Association of our Company is a material document for inspection in relation to the Issue. For further details, see the section "Material Contracts and Documents for Inspection" on page 298 of the Red Herring Prospectus.

LIABILITY OF MEMBERS AS PER MEMORANDUM OF ASSOCIATION: The Liability of the members of the Company is Limited.

AMOUNT OF SHARE CAPITAL OF THE COMPANY AND CAPITAL STRUCTURE: The Authorised share capital of the Company is ₹ 4,00,00,000 consisting of 40,00,000 Equity Shares of ₹ 10 each. The issued, subscribed and paid-up share capital of the Company before the Issue is ₹ 2,07,90,000 divided into 20,79,000 Equity Shares of ₹ 10 each. For details of the Capital Structure, see "Capital Structure" on the page 65 of the Red Herring Prospectus.

NAMES OF THE SIGNATORIES TO THE MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF THE COMPANY AND THE NUMBER OF EQUITY SHARES SUBSCRIBED BY THEM: Given below are the names of the signatories of the Memorandum of Association of the Company and the number of Equity Shares subscribed for by them at the time of signing of the Memorandum of Association of our Company:

Name of the subscriber	No. of shares subscribed
Joydeep Chatterjee	3,300 Equity Shares
Mina Debnath	3,300 Equity Shares
Sharmila Kundu	3,400 Equity Shares

Details of the main objects of the Company as contained in the Memorandum of Association, see "History and Certain Corporate Matters" on page 140 of the Red Herring Prospectus. For details of the share capital and capital structure of the Company see "Capital Structure" on page 65 of the Red Herring Prospectus.

GENERAL RISK: Investments in equity and equity-related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in the Issue unless they can afford to take the risk of losing their entire investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in the Issue. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of our Company and the Issue, including the risks involved. The Equity Shares in the Issue have not been recommended or approved by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of the contents of the Red Herring Prospectus. Specific attention of the investors is invited to the section titled "Risk Factors" on page 27 of the Red Herring Prospectus.

ASBA*

Simple, Safe, Smart way of Application- Make use of it!!!

*Application Supported by Blocked Amount (ASBA) is a better way of applying to issues by simply blocking the fund in the bank account, investors can avail the same. For further details check section on ASBA below.

Mandatory in Public Issues from January 1, 2016. No cheque will be accepted.

UPI

UPI – Now mandatory in ASBA for Retail Investors applying through Registered Brokers, DPs & RTAs. Retail Investors also have the options to submit the application directly to the ASBA Bank (SCSBs) or to use the facility of linked online trading, demat and bank account. ** Investors are required to ensure that the Bank Account used for applying is linked to their PAN.

UPI-Now available in ASBA for Retail Individual Investors (RII)**

Investors are required to ensure that the bank account used for bidding is linked to their PAN. UPI – Now available in ASBA for RIIIs applying through Registered Brokers, DPs & RTAs. RIIIs also have the option to submit the application directly to the ASBA Bank (SCSBs) or to use the facility of linked online trading, demat and bank account. Investors have to apply through the ASBA process "ASBA has to be availed by all the investors except anchor investor. UPI may be availed by Retail Individual Investors. For details on the ASBA and the UPI process, please refer to the details given in ASBA form and abridged prospectus and also please refer to the section "Issue Procedure" beginning on page 243 of the RHP. The process is also available on the website of Association of Investment Bankers of India ("AIBI"), the Stock Exchanges and in the General Information Document.

*ASBA forms can be downloaded from the website of NSE

**List of banks supporting UPI is also available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in. Axis Bank Limited has been appointed as Sponsor Banks for the Issue, in accordance with the requirements of the SEBI circular dated November 1, 2018, as amended. For UPI related queries, investors can contact NPCI at the toll free number-18001201740 and Mail Id- ipo.upi@npci.org.in.

*For the list of UPI Apps and Banks live on IPO, please refer to the link www.sebi.gov.in. For issue related grievance investors may contact: Horizon Management Private Limited - Manav Goenka (+91 33 4600 0607) (Email id: investor.relations@horizon.net.co).

(Continued from previous page...)

PRICE INFORMATION AND THE TRACK RECORD OF THE PAST ISSUES HANDLED BY THE BRLM
Price Information of past issues handled by the Book Running Lead Manager
SME:

Sr. No.	Issue Name	Issue Size (₹ In Cr.)	Issue Price (₹)	Listing date	Opening price on listing date	+/- % change in Price on closing price, [+/- % change in closing benchmark]- 30* calendar days from listing*	+/- % change in Price on closing price, [+/- % change in closing benchmark]- 90* calendar days from listing*	+/- % change in Price on closing price, [+/- % change in closing benchmark]- 180* calendar days from listing*
1.	Cosmic CRF Limited	57.21	314	June 30, 2023	251.20	3.54%	2.80%	(1.83%)
2.	Baba Food Processing (India) Limited	32.88	76	November 15, 2023	76.00	(11.58)	7.66%	(17.60%)
3.	MVK Agro Food Product Ltd	65.88	120	March 7, 2024	70.00	(24.29%)	0.09%	NA
4.	Shree Karni Fabcom Limited	42.49	227	March 14, 2024	260.00	5.95%	1.68%	NA

Summary Statement of Disclosure

Financial Year	Total no. of IPOs	Total Funds Raised (₹ in Cr.)	Nos. of IPOs trading at discount - 30* calendar day from listing day*			Nos. of IPOs trading at premium - 30* calendar day from listing day*			Nos. of IPOs trading at discount - 180* calendar day from listing day*			Nos. of IPOs trading at discount - 180* calendar day from listing day*		
			Over 50%	Between 25-50%	Less than 25%	Over 50%	Between 25-50%	Less than 25%	Over 50%	Between 25-50%	Less than 25%	Over 50%	Between 25-50%	Less than 25%
2022-2023	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	
2023-2024	4	198.46	1	1	N.A	1	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	1	N.A	

Notes:

1. In the event any day falls on a holiday, the price/index of the immediate preceding working day has been considered. If the stock was not traded on the said calendar days from the date of listing, the share price is taken of the immediately preceding trading day.

2. Source: www.bseindia.com and www.nseindia.com

Track record of past issues handled by the Book Running Lead Manager

For details regarding the track record of the Book Running Lead Manager to the Issue as specified in Circular reference CIR/MIRSD/1/ 2012 dated January 10, 2012 issued by the SEBI, please refer the website of Lead Manager at www.horizonmanagement.in.

All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the Red Herring Prospectus.

For VERITAAS ADVERTISING LIMITED

Sd/-

Debojyoti Banerjee

Managing Director

Place: Kolkata

Date: May 7, 2024

Disclaimer: Veritaas Advertising Limited is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public offer of its Equity Shares and has filed the RHP with the Registrar of Companies, Kolkata, West Bengal, on May 6, 2024, and thereafter with SEBI and the Stock Exchange. The RHP is available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, NSE at www.nseindia.com and is available on the website of the BRLM at www.horizonmanagement.in. Any potential investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to the same, please refer to the RHP including the section titled "Risk Factors" beginning on page 27 of the Red Herring Prospectus.

The Equity Shares have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act") or any state securities laws in the United States, and unless so registered, and may not be issued or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and in accordance with any applicable U.S. state securities laws. The Equity Shares are being issued and sold outside the United States in "offshore transactions" in reliance on Regulation "S" under the Securities Act and the applicable laws of each jurisdiction where such issues and sales are made. There will be no public offering in the United States.

AdBaz

মুখ্যমন্ত্রীর মিম করলে তার নাম ঠিকানা দেওয়ার আদেশ পুলিশের

উজ্জ্বল দত্ত, কলকাতা : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মিম সোশ্যাল মিডিয়ায় বন্ধ করতে অভিনব আদেশ দিল কলকাতা পুলিশ। কোনো মিম সোশ্যাল মিডিয়া দিলেই কে দিলে তার নাম ও ঠিকানা দিতেই হবে। লোকসভা ভোট আসতেই সোশ্যাল মিডিয়ার দুনিয়ায় এখন মিমের ছড়াছড়ি। নেতানেত্রীর মুখে গালাগাল থেকে শুরু করে বিভিন্ন রসালো ভাষা ব্যবহার করে বিষয় নিয়ে বিদ্রোহিত ছবি বা ভিডিও দেওয়া হচ্ছে। তবে এই মিম তৈরি নতুন নয়। আর ভোট আসতেই রাজনৈতিক দলের নেতা-নেত্রীরা সেই মিমের বিষয় হয়ে উঠেছেন। সেই মিম নিয়েই এবার তৎপর হল কলকাতা পুলিশ। তাঁদের মতে, "মুখ্যমন্ত্রীর মিম নিয়ে মিম হলে শান্তি শৃঙ্খলা ভঙ্গ হতে পারে।" তাই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে তৈরি করা মিম-এর পেছনে কে? জানতে চাইল কলকাতা পুলিশ। সোমবার এক্স-হ্যান্ডলে

সোলজারস্যাফরন নামে একটি হ্যান্ডেল থেকে একটি ভিডিও পোস্ট করা হয়েছে বলে অভিযোগ। সেই পোস্টের কথা উল্লেখ করে ওই হ্যান্ডেলকে একটি নোটিস দিয়েছে কলকাতা পুলিশ। এক্স-হ্যান্ডলেই সেই নোটিশের ছবি পোস্ট করা হয়েছে। সেখানে পুলিশের তরফে বলা হয়েছে, এই ভিডিও-র জন্য আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হতে পারে। ভিডিওর ইউআরএল উল্লেখ করা হয়েছে। ওই ভিডিও ডিলিট করার আদেশ দিয়েছে পুলিশ। পাশাপাশি, মুখ্যমন্ত্রীর নামে তৈরি যে কোনো মিম নাম ও ঠিকানা প্রকাশ করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, নাম প্রকাশ না করা হলে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এর আগে ২০২২ সালে মুখ্যমন্ত্রীর মিম বানানোর অভিযোগে এক ইউটিউবারকে নদিয়া থেকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। সেই ঘটনায় ৭জন ইউটিউবারের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছিল।

সাঁতার শিখতে এসে কিশোরীর মৃত্যু

নিজ সংবাদদাতা, কলকাতা : সন্টলেকের এক সুইমিং পুলে সাঁতার শিখতে গিয়ে জলে ডুবে এলিনা দত্ত ভট্টাচার্য (১৫) মারা যায়। জানা গেছে, সাঁতারের প্রশিক্ষণ নেওয়ার সময় আচমকাই সে ডুবে যায়। ঘটনাস্থলে আসে উত্তর বিধাননগর থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, মঙ্গলবার সকালে সন্টলেকেরই এই ৬৮০ রকের বাসিন্দা এলিনা সাঁতারের অনুশীলন করতে আসে। সেসময় তার মা সঙ্গে ছিল। ফুফুসের কার্যকরিতা উন্নত করার জন্য সে জলে ডুব মারে। বেশ কয়েক মিনিট পরও না ওঠায় তার মায়ের বিষয়টি নজর আসে। এরপর অন্যান্য প্রশিক্ষকরা জলে নেমে ওই কিশোরীকে তোলেন। শিগগিরই হাসপাতালে পাঠানো হলে ডাক্তাররা তাকে মৃত বলে জানান। কীভাবে তার মৃত্যু হল তা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। দেহটিকে ময়নাতদন্তের জন্য আরজি করা হওয়াতে পাঠানো হয়েছে।



ঝড়ে নারকেল গাছ গায়ে পড়ে মৃত বৃদ্ধ
জয়িতা বন্দ্যোপাধ্যায়, বারুইপুর : সোমবার রাতে বারুইপুর থানার সাউথ গড়িয়া পঞ্চায়তের নুড়িাদনা এলাকায় ঝড়ের সময় খড়ের গায়ে পড়ার ঘটনা ঘটে। পড়ে গিয়ে নারকেল গাছ গায়ে পড়ে জরম মৃত্যু (৬৬) মারা যান। পাশাপাশি রাস্তের ঝড়ে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে কিছু বাড়ি আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বাসন্তীতে বাজ পড়ে ১টি বাড়ি পুড়ে যায়। তাদের ত্রাণ দেওয়ার ব্যবস্থা করছে জেলা প্রশাসন। এদিকে, মৃত ওই ব্যক্তিকে ২ লাখ টাকার ক্ষতিপূরণ দিয়েছে প্রশাসন। বারুইপুর থানার পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে। মৃতের পরিবারের লোক বলেন, "উনি আলমারির মিস্ত্রির কাজ করতেন। রাতে ঝড়ের সময় আচমকা নারকেল গাছ ভেঙে গায়ের ওপর পড়ে। উড়িঘড়ি বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলেও শেষরক্ষা হয়নি।"

বর্ধমানে পোস্টাল ব্যালটে ভোট শুরু
বিপুল ভট্টাচার্য, বর্ধমান : ১৩ মে পূর্ব বর্ধমান জেলায় চতুর্থ দফার ভোট। তার আগেই মঙ্গলবার থেকে পোস্টাল ব্যালটে ভোট প্রক্রিয়া শুরু হল। বৃহস্পতিবার পর্যন্ত এই পোস্টাল ব্যালটের ভোট চলবে। জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, এই লোকসভা ভোটে পোস্টাল ব্যালটে মোট প্রায় ৯ হাজার ভোটার রয়েছেন। মঙ্গলবার বর্ধমান-দুর্গাপুর ও বর্ধমান পূর্ব লোকসভা আসনের জনাই সরকারি কর্মীদের সঙ্গে সাংবাদিকরাও ভোট দেন।

দুর্গাপুরে মুখ্যমন্ত্রীর বর্ণাঢ্য রোড শো
নিজ সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : মঙ্গলবার দুপুরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচনী মিছিল দুর্গাপুরে ৫ মাথা মোড় থেকে শুরু হয়ে ভিরিঙ্গি মোড়ে শেষ হওয়ায় কথা ছিল। কিন্তু বৃষ্টিপাতের কারণে মিছিলের প্রচার সেরে ফিরতে তাঁর দেরি হয়ে যায়। তাই এদিন শহরের ৫ মাথা মোড় থেকে মিছিল শুরু হয় বিকেল ৪টায়। ৪ কিলোমিটার বিস্তৃত এই রাস্তার ২ পাশে দাঁড়িয়েছিলেন হাজার হাজার মানুষ। সুযোগ পেলেই মিছিলের ব্যারিকেড ভেঙে তিনি রাস্তার ধারে দাঁড়ানো মা বেনদের জড়িয়ে ধরেন। রাস্তার পাশে দাঁড়ানো তরুণ-যুবকদের সঙ্গে কথা বলেন। এদিনের এই মিছিলে ছিলেন ও মন্ত্রী অরুণ বিশ্বাস, বাবুল সুপ্রিয় আর প্রদীপ মজুমদার। এছাড়াও ছিলেন তৃণমূলের পশ্চিম বর্ধমান জেলা প্রধান নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, প্রাক্তন বিধায়ক অরুণ মুখোপাধ্যায় সহ জেলার প্রচুর কর্মী ও সমর্থকরা।

দুর্গাপুর-বর্ধমান কেন্দ্রে প্রচারে ঝাঁঝ বাড়ালেন তৃণমূল প্রার্থী কীর্তি আজাদ
নিজ সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : একসময় শিক্ষার ক্ষেত্রে বর্ধমান জেলার গোপালপুর বেশ উঁচু আসনে ছিল। সে কথা পরীক্ষা করতে একসময় গোপালপুর হাই স্কুল পরিদর্শন করতে এসেছিলেন স্বয়ং দৈর্ঘ্যচন্দ্র বিদ্যাসাগর। জেলার মধ্যে প্রথম এই গোপালপুরেই তৈরি হয় বিদ্যাপাঠি নাট্যমঞ্চ। এখানেই প্রথম থিয়েটারি যাত্রাপালা অভিনীত হয়। এসবই হল পুরনো গোপালপুর গ্রামের কথা। সেসব দিন এখন অতীত হয়েছে। এখন গোপালপুর গ্রামের একপ্রান্তে তৈরি হয়েছে শিক্ষালুক। সে শিক্ষালুকে কাজ করছে অনেক ছেলে। মঙ্গলবার সকালে সেখানেই রোড শো করলেন তৃণমূল প্রার্থী কীর্তি আজাদ। রোড শোয় তাঁর সঙ্গে ছিলেন রাজ্যের পঞ্চায়ত মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার। গাড়িতে চেপে কীর্তি এলাকার মানুষের কাছে ভোট প্রার্থনা করেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন শ্রমিক নেতা শিবকাস মণ্ডলের নেতৃত্বে হাজারখানেক ঠিকা শ্রমিক। রাজনৈতিক মহলের মতে, আজকের রোড শো প্রমাণ করছে প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে এই মহুত্রে বিজেপি অনেক পিছিয়ে রয়েছে।

বাপি হালদার ও প্রতিমা মণ্ডলের মনোনয়নপত্র দাখিল

সামিম হোসেন, দক্ষিণ ২৪ পরগনা : মঙ্গলবার দুপুরে আলিপুরে জেলাশাসকের দফতরে মনোনয়নপত্র জমা দিলেন মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী বাপি হালদার। এদিন এক্স-হ্যান্ডলে মোড় থেকে মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেসের অবজারভার তথা রাজসভার সাংসদ শুভাশিস চক্রবর্তী, সাগরের বিধায়ক তথা সুন্দরন উম্ময় মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজারা, পাথরপ্রতিমার বিধায়ক সমীরকুমার জানা, কাকদ্বীপের বিধায়ক মন্টুরাম পাখিরা, কুলপির বিধায়ক যোগেশজ্ঞান হালদার, মন্দিরবাজারের বিধায়ক তথা সুন্দরন সাংগঠনিক জেলার সভাপতি জয়দেব হালদার, রায়দিঘির বিধায়ক ডাঃ অলোক জলদা, মগরাহাট পশ্চিমের বিধায়ক গিয়াসউদ্দিন মোল্লাসহ কয়েকশো দলীয় কর্মী ও সমর্থকদের নিয়ে মিছিল করে বাপি হালদার



পৌছেন আলিপুর জেলা শাসকের অফিসের সামনে। তারপর নির্বাচন বিধি মেনে বিধায়কদের সঙ্গে নিয়ে মনোনয়নপত্র জমা দিতে ঢোকেন বাপি হালদার। এদিন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সভাপতিত্ব নীলিমা মিস্ত্রি বিশাল, জয়নগর, কুলতলি, মগরাহাট পূর্ব, ক্যানিং পূর্ব, ক্যানিং পশ্চিম, বাসন্তী ও গোসাবার বিধায়ক ও

কয়েকশ কর্মী আর সমর্থকদের নিয়ে আলিপুরে জেলাশাসকের অফিসে মনোনয়নপত্র জমা দেন জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী প্রতিমা মণ্ডল। অন্যদিকে, মথুরাপুর, জয়নগর, যাদবপুর ও ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের এসইউসিআই(সি) দলের প্রার্থীরা আলিপুরের জেলাশাসকের অফিসে মনোনয়নপত্র জমা দেন।

ভাটপাড়ায় বিজেপি কর্মীকে মারধর



বারাকপুরের এক বেসরকারি হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। তাঁর অভিযোগ, 'বিজেপির সভা সেরে আসার পথে আমাকে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা মারধর করেছে। বিজেপি করার জন্য তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতী টিপু, অবিনাশ, সজল দলবল নিয়ে এসে বাড়ির কাছে পুলিশের সামনেই আমাকে পিস্তলের বাঁটি দিয়ে মাথায় আঘাত করেছে।' এ নিয়ে বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং বলেন, 'ভাটপাড়া থানার পুলিশের উপস্থিতিতে কুখ্যাত অপরাধী টিপু ও সন্মুখের দলবল দলীয় কার্যক্রম বিনয় মণ্ডলকে মারধর করেছে। অথচ পুলিশ নিষ্ক্রিয়। নির্বাচন কমিশনের তরফেও কোনো পদক্ষেপ করা হচ্ছে না। বারবার বিজেপি কর্মীদের ওপর হামলা হচ্ছে। কিন্তু পুলিশ কোনো পদক্ষেপ করছে না। নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব হওয়ায় কাজ হচ্ছে না। তাই এদের ভরসায় না বসে থেকে আমাদের লড়াই করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।'

বড় মায়ের মন্দিরে অন্নকূট উৎসবে অংশ নিলেন পার্থ ভৌমিক

প্রতীতি ঘোষ, বারাকপুর : আসন্ন লোকসভা ভোটে জয় পেতে বারাকপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী পার্থ ভৌমিক ও বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং তাঁদের প্রচারে কোনো খামতি রাখছেন না। মঙ্গলবার নেত্রীর বড় মায়ের মন্দিরে অন্নকূট পূজা উপলক্ষে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ভক্তদের সমাগম হচ্ছেছিল। আর সেখানে হাজির হয়ে অন্নকূট উৎসবে অংশ নিলেন বারাকপুরের তৃণমূল প্রার্থী পার্থ ভৌমিক। তিনি বলেন, 'প্রার্থী হয়েছি বলে না। প্রতি বছর বড় মায়ের মন্দিরে অন্নকূট উৎসবে পূজা দিতে আসি। তাই এবারও এসেছি। বারাকপুরে গুড়ভারাজ দমনের জন্য মায়ের কাছে প্রার্থনা করেছি।' এরপর তিনি পৌছে যান আইসিএসই-র কৃতী পডুয়া অনুষ্ঠান ঘোষের বারাকপুরের



বাড়িতে শুভেচ্ছা জানাতে। প্রসঙ্গত, সোমবার আইসিএসই দশম শ্রেণির ফলের নিরিখে বারাকপুর আনন্দপুরির হরিসভা রোডের বাসিন্দা তথা সোদপুর সেন্ট জেভিয়ার স্কুলের ছাত্রী অনুষ্ঠান ঘোষ দেশের মধ্যে যুথভাবে প্রথম স্থান অর্জন করেছে। তার প্রাপ্ত নম্বর ৯৯৮ অর্থাৎ

অঞ্চলের সিদুলিতে বৃদ্ধার মৃতদেহ

নিজ সংবাদদাতা, অঞ্চল : মঙ্গলবার সকালে অঞ্চলের সিদুলি রেলস্টেশন ফটক লাগোয়া রাস্তার পাশ থেকে নিভা আচার্য (৭০) নামে এক বৃদ্ধার মৃতদেহ পাওয়া যায়। এদিন সকালে পথচারীরা রাস্তার পাশে ওই মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখে বনবহাল ফাঁড়িতে খবর দেয়। ঘটনাস্থলে এসে পুলিশ সেই ময়নাতদন্তে পাঠায়। নিভার বাড়ি দক্ষিণাঞ্চল গ্রামের হাঁড়িয়া এলাকায়। অন্যদিকে, নিভার ছেলে সজল আচার্য জানান, 'মা অনেকদিন ধরে মানসিক রোগে আক্রান্ত ছিলেন। মাঝেমাঝেই কাউকে না জানিয়ে বাড়ি থেকে বের হয়ে যেতেন। আবার ফিরেও আসতেন। এদিন স্থানীয়দের কাছ থেকে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে দেখি, মায়ের মৃতদেহ পড়ে রয়েছে।'

রাজ্যের পুলিশ কর্মীদের পোস্টাল ব্যালটের দখল নিচ্ছে তৃণমূল : শুভেন্দু

নিজ সংবাদদাতা, কলকাতা : তৃতীয় দফা ভোটের দিন এক্স-হ্যান্ডলে বিস্ফোরক দাবি করে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'রাজ্যের পুলিশ কর্মীদের পোস্টাল ব্যালটের নিয়ন্ত্রণ করবে তৃণমূল কংগ্রেস।' তিনি কলকাতা ও রাজ্য পুলিশ কর্মীদের ওয়েলফেয়ার কমিটিকে নিশানা করেছেন। ভোট চলার সময় এই কমিটির কার্যকলাপে কমিশনের কাছে নিষেধাজ্ঞা জারির করা আর্জিও জানানো হয়েছে বলে দাবি এই বিজেপি নেতার। অবশ্য রাজ্যের মন্ত্রী তথা তৃণমূলের মহিলা নেত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের তরফে, 'বিজেপি খাবড়ে গিয়ে এসব বলছে। ভিত্তিহীন অভিযোগ।' মঙ্গলবার রাজ্যের তৃতীয় দফার ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া চলছে। এদিনই বিস্ফোরক অভিযোগ করলেন শুভেন্দু। এক্স-হ্যান্ডলে ২টি অডিও পোস্ট করে বিরোধী দলনেতার দাবি, 'রাজ্য বা

কলকাতা পুলিশের কর্মীরা কাকে ভোট দেবে, তা নিয়ন্ত্রণ করতে চাইছে রাজ্যের শাসকদল। তাদের সব ভোট মেনে তৃণমূল কংগ্রেসে যায়, তার জন্য রীতিমতো নজরদারি চালানো হচ্ছে।' শুভেন্দুর দাবি, 'স্থানীয় স্তরে হোয়াটসআপ গ্রুপ তৈরি করে নজরদারি চালানো হচ্ছে।' কলকাতা ও রাজ্য পুলিশ কর্মীদের ওয়েলফেয়ার কমিটির ২ সদস্যের নামও উল্লেখ করেছেন তিনি। এর পরই কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে শুভেন্দুর আর্জি, নির্বাচন প্রক্রিয়া যতদিন চলছে, ততদিন কলকাতা ও রাজ্য পুলিশ কর্মীদের ওয়েলফেয়ার কমিটির কার্যকলাপের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হোক। অবশ্য বিরোধী দলনেতার অভিযোগকে পাজা দিতে নারাজ চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। তাঁর কথায়, 'উনি বলার কৈ? পুরো বিষয় দেখার জন্য নির্বাচন কমিশন রয়েছে।'

দুর্গাপুরে বন্ধ কারখানা খোলা নিয়ে এখনো অবিশ্বাস

সুবীর রায়, দুর্গাপুর : কিছদিন আগে ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণার পর থেকে দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলে বন্ধ হয়ে যাওয়া সব স্টেট শিল্প কারখানা চালু করে দেওয়ার কথা বলতে থাকে বিজেপি সরকার। অথচ ২০২৪ সালের শুরু থেকে দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলে একের পর এক বন্ধ হতে থাকে কেন্দ্রের শিল্প কারখানা। পরপর বন্ধ হয়ে যায় স্টেট মাইনিং এন্ড এলসড মেশিনারি কর্পোরেশন লিমিটেড বা এমএএমসি, ভারত অপর্যাটিক গ্লাস লিমিটেড তথা বিওজিএল আর হিন্দুস্তান ফার্টিলাইজার কর্পোরেশন লিমিটেড বা এইচএফসি এলের মতো সংস্থা। চাকরি সুইয়ে বেকার হয়ে যান হাজার হাজার মানুষ। কামার রোল ওঠে ঘরে ঘরে। আর কোনো সরকারি শিল্প কারখানা বিক্রি করা

যায় কিনা সেসব ঘটনা বিচার করার জন্য সৃষ্টি করা হয় বিলম্বীকরণ দফতর। যার মন্ত্রি তুলে দেওয়া হয় সাংবাদিক অরুণ সৌরির হাতে। তারপর থেকে প্রয়োজনের কথা অনুভব করে গত কয়েকদিন ধরে এই শিল্পাঞ্চলের বন্ধ হয়ে যাওয়া কারখানার আশেপাশে ঘুরঘুর করতে দেখা যায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের। স্থানীয় মানুষ জানান, এই ঘটনা তাদের মনে সন্দেহের সৃষ্টি করে। তাঁদের প্রশ্ন, কেন সামনে লোকসভা ভোট থাকার পরেও ওই মন্ত্রীরা এলাকা ছেড়ে যাচ্ছেন না? এরা পেছনে নিশ্চিতভাবে কোনো রহস্য লুকিয়ে রয়েছে। সিআইটিইউ'র নেতা নিশির চৌধুরী বলেন, 'কেন দেশের প্রথম সারির বিজেপি নেতারা এই এলাকায় পড়ে রয়েছেন তা ঠিক বোধগম্য হচ্ছে না। আর কী কারণেই বা বিজেপির নেতারা এলাকার মানুষকে বন্ধ কারখানা খোলার কথা বলছেন তার উদ্দেশ্য ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। তবে ঠিক কেন দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী থেকে শুরু করে আইন ও বিচার বিভাগীয় মন্ত্রী পর্যন্ত অনেকেই মঞ্চে দাঁড়িয়ে বন্ধ কারখানা খোলার কথা ঘোষণা করছেন তার উদ্দেশ্য ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। এই কারণেই এলাকার মানুষ এই ঘটনা নিয়ে সন্দেহ।' অন্যদিকে তৃণমূলের পশ্চিম বর্ধমান জেলার সহ-সভাপতি উত্তম মুখার্জি বলেন, 'নিজেদের সময়ে বন্ধ করে দেওয়া সরকারি কারখানা কেন আবার খোলার চেষ্টা করছে কেন্দ্রীয় সরকার তা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। তবে কাজ যদি মানুষের হিতের জন্য না হয় তাহলে আমরা কিন্তু তার চূড়ান্ত বিরোধিতা করব।'

পান্ডবেশ্বরে কোলিয়ারিতে পানীয় জলের দাবিতে বিক্ষোভ

অগ্নি বন্দ্যোপাধ্যায়, অঞ্চল : গরম পড়তেই খনি অঞ্চলের বিভিন্ন জায়গায় দেখা দিয়েছে পানীয় জলের সংকট। জলস্তর নেমে যাওয়ায় শুকিয়ে গেছে পুকুর, কুয়াসহ জলাশয়। একই সমস্যা দেখা দিয়েছে পান্ডবেশ্বরে রেলের বন্ধা গ্রামেও। মঙ্গলবার পানীয় জল সরবরাহের দাবিতে বন্ধা কোলিয়ারির সিএইপি সাইডিয়ে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয়রা। বিক্ষোভকারীদের পক্ষে অমিত মণ্ডল বলেন, 'গ্রামে জলের সমস্যার কথা কোলিয়ারি কর্তৃপক্ষকে অনেকবার জানানো সত্ত্বেও তাঁরা কোনো ব্যবস্থা নেননি। তাই এই বিক্ষোভ। কোলিয়ারি কর্তৃপক্ষকে এই সমস্যা মেটানোর জন্য গ্রামে ২টি বোরহোল করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। কর্তৃপক্ষ তাতে সম্মতি জানালেও সেই কাজ এখনো হয়নি।' বিক্ষোভের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন স্থানীয়



গ্রামপঞ্চায়েতের উপপ্রধান বীরবাহাদুর সিং। তিনি বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে কথা বলে চটপট সমস্যা মেটানোর আশ্বাস দেন। এরপর বিক্ষোভ উঠে যায়।

খড়গপুরে অগ্নিমিত্রার প্রচারে অশ্বিনী বৈষ্ণব জুন মালিয়ার প্রচারে মমতা ও অভিষেক

সুনমকুমার দাস, খড়গপুর : ২৫ মে ভোটগ্রহণ। তার আগে খড়গপুরে তারকা প্রচারকদের দেখা যাবে। বিজেপি ও তৃণমূল ভোটারদের পাশে পেতে তারকা প্রচারক আনার পক্ষে। মেদিনীপুর লোকসভার বিজেপি প্রার্থী অগ্নিমিত্রা পলের সমর্থনে খড়গপুরে প্রচারে আসতে পারেন প্রাক্তন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। অন্যদিকে তৃণমূল প্রার্থী জুন মালিয়ার সমর্থনে খড়গপুরে রোড-শো করার কথা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তারকা প্রার্থী শক্রয় সিনহাকে পক্ষে করলে পারেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিজেপি সূত্রে খবর, ১০ মে রেলমন্ত্রী রেলশহরে প্রার্থীর সমর্থনে সভা করতে পারেন। সুভাষপল্লির ধানসিং ময়দান কিংবা নিউ সেটেলমেন্টের রাবণ ময়দানে ওই সভা হতে পারে। সভাস্থল চূড়ান্ত করেই পেরাম শিবির মঞ্চ তৈরির কাজ শুরু করবে। রেলমন্ত্রীর আগমন ঘিরে বিজেপি জের প্রকৃতি শুরু করেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আগের সব ভোটে হামেশাই বিজেপি রেলমন্ত্রীকে এনে প্রচার করেছে। ২০১৬ সালের বিধানসভা ভোটের সময় দিলীপ ঘোষের সমর্থনে রেলমন্ত্রী খড়গপুরে সভা করেছিলেন। ২০১৯ সালের লোকসভা ভোট ও ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটেও বিজেপির প্রচারে রেলমন্ত্রীদের দেখা গিয়েছে। ওই সবকটি ভোটেই বিজেপি জয়লাভ করেছিল। খড়গপুরের বিজেপি নেতৃত্বের ধারণা, খড়গপুর যেহেতু রেলশহর, তাই যে কোনো ভোটে রেল ও রেল বস্তি এলাকার ভোটারদের ইস্যু অন্যতম ফ্যাক্টর হয়ে ওঠে। ভোটের আগে রেলমন্ত্রীর প্রচার তাঁদের ভোটস্বত্ব

করে। খড়গপুরে বিজেপি নেতৃত্বের বক্তব্য, গত কয়েক বছরে দিলীপ ঘোষ সাংসদ থাকার সময় খড়গপুরে অনেক কাজ হয়েছে। রাস্তাঘাট ও আন্ডারপাস প্রভৃতি অনেক কাজ হয়েছে। সেসব বিষয় ভোটারদের বলার জন্য ও আগামীতে রেলের উন্নয়নমূলক কাজের খতিয়ান দেওয়ার জন্য রেলমন্ত্রীর চেয়ে ভালো প্রচারক হতে পারেন না। ভোটবাস্তে সুফল পেতে রেলমন্ত্রীর সভা বিজেপির জন্য মাস্টার স্ট্রোক হতে পারে। অবশ্য রেলমন্ত্রীর সভা নিয়ে তৃণমূল নেতৃত্ব কটাক্ষ করে বলেছে, 'ভোট এলেই রেলের আদেশে আধিকারিকরা রেল এলাকার ভোটারদের ভয় দেখাতে নেমে পড়েন। বিজেপিকে ভোট দেওয়ার জন্য নানাভাবে চাপ দেওয়া হয়। এভাবেই রেল এলাকায় সব ভোট ম্যানেজ করে বিজেপি। কিন্তু রেল যখনই বস্তিবাসীদের উচ্ছেদ করতে গিয়েছে তৃণমূল বিরোধ করেছে।' অন্যদিকে খড়গপুর বিধানসভা পাখির চোখ তৃণমূলের কাছেও। গত লোকসভা ভোটে দিলীপ ঘোষ এখান থেকে ৪৫ হাজারের বেশি ভোটে এগিয়েছিলেন। সেই খামতি এবার পূরণ করতে মরিয়া তৃণমূল। তাই মুখ্যমন্ত্রী ও অভিষেকের বাড়তি নজর রয়েছে। এখানে দিনক্ষণ চূড়ান্ত না হলেও দলীয় সূত্রে জানা গেছে, জুন মালিয়ার সমর্থনে অভিষেক রেলশহরে রোড-শো করবেন। দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও জনসভা করতে পারেন। মিনি ইন্ডিয়া খড়গপুরের অবাঙালি ভোটারদের কথা মাথায় রেখে সভায় মমতার সঙ্গে 'বিহারীবাবু' শক্রয় সিনহা থাকতে পারেন।

জয় হো জয় হো জয় হোক

সুখবর

বর্ষ ১৯ ■ সংখ্যা ১৯৮ ■ কলকাতা ■ ২৫ বৈশাখ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ
২৮ শাওল ১৪৪৫ হিজরি ■ ১৮ বৈশাখ ১৯৪৬ শকাব্দ

সম্পাদকের কলম

প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে

আজ রবি ঠাকুরের জন্মদিন। চিন্তা চেতনায় কালের চেয়ে এগিয়ে থাকা এই বাঙালিকে যেমন সেকালে তেমন একালেও যথার্থ উপলব্ধি করা যায় না। রবি ঠাকুরের কালে তাঁর গানকে সম্ভ্রান্ত রক্ষণশীল পরিবার কিন্তু বেলেগাপনা আখ্যা দিয়েছিলেন। বরং অতুলপ্রসাদ সেনের গান, হিদি মার্গ সঙ্গীত, মীরান ভজন তখন জনপ্রিয় ছিল। পাত্রী দেখতে এসে পাত্রীর গলায় রবি ঠাকুরের গান শ্রমকে পাত্রপক্ষ এক কথায় নাক সিঁটকে বিদায় নিতেন। একমাত্র ব্রাহ্ম সমাজের মেয়েদের উপলব্ধিতে রবি ঠাকুরের গান ছিল দখিণা হওয়া। এরপর যুগ বদলের সঙ্গে-সঙ্গে রবি ঠাকুরের গান রবীন্দ্র সঙ্গীত হয়ে এক ঘেরাটোপে বন্দি হয়। দীনু ঠাকুরের নেওয়া নোটেশন ছব্ব অনুসরণ করে শৈজর্জরন মজুমদার, সুবিনয় রায়ার গানের মর্মার্থ বুঝিয়ে সুরের চলন চারিত করার চেষ্টা করেন। রবি ঠাকুরের গানের ক্ষেত্রেই প্রথম গানের কথা গভীরতা ছাপিয়ে গেল সুরকে। এইসঙ্গে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সুরের যথার্থ মেলবন্ধন হল। বাউল, ভাটিয়ালি, কীর্তন, উত্তর ভারতের লোকসঙ্গীতের সুর যেন গানের কথা গভীরতায় আরও নিবিড় হয়ে উঠল। সুর ও কথা এই নিবিড় প্রেমই আনল চিন্তা ও চেতনায় গভীরতা। অতুলপ্রসাদের গানে এই গভীরতা থাকলেও তাঁর সুর ছিল একমুখী প্রাচ্যভিত্তিক। আর হিজ্জেলুলা রায়ের গানের কথায় কিন্তু সে অর্থে গভীরতা অনেক কম। আর তুলনামূলকভাবে এঁদের গানের সম্ভারও অনেক কম। সেদিক থেকে তুলনায় কাজী নজরুল ইসলামের গানের বৈচিত্র্য ও সম্ভার কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছাকাছি। কিন্তু কাজীর বৈশিষ্ট্যই জীবনযাত্রা ও বিশ্বভারতীর মতো সংগ্রহযোগ্য কেনও সত্ত্ব বা, প্রতিষ্ঠান না থাকায়, তা অচিরেই হারিয়ে গেছে। এমনও শোনা যায়, কাজীর করা সুর ও গান অনেকে অক্রেমে নিজের নামেও চালিয়ে দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সেদিক দিয়ে অনেক সচেতন ছিলেন। স্বাভ-বিরোধেও অচমক্য গান গেলে তা লিখে পরের দিন সকালেই দীনু ঠাকুরকে ডেকে গানটি গেয়ে নোটেশন তৈরি করিয়ে রাখতেন। আর সুরের বিকৃতি কিন্তু সহ্য করতে পারতেন না। সেজন্য সুরের গভীরতা ধরে রাখতে তানপুত্রা, এতাজ বা, পিয়ানোই ছিল একমাত্র তাঁর পছন্দের বাজনা। হারমোনিয়াম ছিল তার কাছে নিষিদ্ধ। একালে তো আবার জনপ্রিয়করের দেহাই পেড়ে সিন্থেসাইজার বাজিয়ে তাঁর গান আরও চটল করে গাওয়া হয়। এতে যে কথা গাশাপাশি সুরের গভীরতা হারিয়ে যায়, এই বোধটুকুও এনাদের নেই। রবীন্দ্রনাথের প্রতিটি গান গাওয়ার আগে সেই গানের মর্মকথা যে উপলব্ধি করতে হয়, সেই বৈধ ও নিষ্ঠা এখন কেজে বাঙালির নেই। গানের প্রতি নিবিড় প্রেমই কবে চলে গেছে। রবি ঠাকুরের গানের কথায় বলতে হয়, 'এরা সুখের লাগি চাহে প্রেম, প্রেম জানেনা, সুখ চলে যায়, এ কেমন মায়ার ছলনা।'

এতো গেল গানের কথা। রবীন্দ্রনাথকে কি সত্যিই আমরা আত্মস্থ করা তো দুঃস্থান উপলব্ধি করতে পেরেছি। গত শতাব্দীর পাঁচ থেকে সাতের দশকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন বুর্জোয়া কবি। সামন্ততান্ত্রিক চিন্তাধারায় হাড়ে মজায় মেশানো এক প্রতিক্রিয়াশীল কবি। এমনকি একথাও বলা হত, ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পর ব্রিটিশদের জমিদারি কেড়ে নেওয়ার শাসনিতো বঙ্গ পেয়ে রবীন্দ্রনাথ স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে সরে যান। স্বদেশীদের বালখিলা বলে কটাক্ষ করেছেন। মহাত্মা গান্ধীর চরকা কাটার স্বদেশী শির্জ উজ্জ্বলনকেও তাঁর গ্লোবে বালেনে, চরকা কেটে স্বাধীনতা পাওয়া যায় না। এই রূঢ় বাস্তব সত্য স্বীকারের মধ্যেই কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রসারিত দৃষ্টিভঙ্গি পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ জাতীয়তাবাদের কৃপা মধুকতা ছেড়ে বহু আগেই আন্তর্জাতিকতাবাদী হয়ে উঠেছিলেন। ইংল্যান্ড, জার্মানি, জাপান, রাশিয়া-সহ নানান দেশ ঘুরে তিনি ভারতের কৃষিভিত্তিক অর্থনৈতিক উন্নতি ও মানবতাবাদকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, ইনম্যান্যাতোবা কটিয়ে চিন্তা-চেতনায় আর অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উন্নতি না করতে পারলে প্রকৃত স্বাধীনতা আসবে না। তাঁর কথায় 'সক্সেসেই বিহুলতা নিজেই অপমান!.....মুক্ত কর ভয়.....' আজও এই মন্ত্র স্বর বড় প্রাসঙ্গিক।

স্বাধীনতাধন ঘোষণা

অমৃত কথা

আমাদের কাজের মূল কথাটা সব সময় মনে রেখো — ধর্ম একটুও আঘাত না করে জনসাধারণের উন্নতি। মনে রাখবে — দারিদ্রের কুটিরেই আমাদের জাতির জীবন।... জাতির ভাগ্য নির্ভর করে জনসাধারণের অবস্থার ওপর। তাদের তুলতে পার? তাদের স্বাভাবিক আধ্যাত্মিক প্রকৃতি নষ্ট না করে কি তাদের লুপ্ত ব্যক্তিত্ব ফিরিয়ে দিতে পার? তোমরা কি সাম্য, স্বাধীনতা, কার্য ও উৎসাহে যোর পাশ্চাত্য ও ধর্ম বিশ্বাসে ও সাধনে যোর হিন্দু হতে পার? এইটিই করতে হবে, এবং আমরাই তা করব।

আমি দৃঢ়ভাবে বলছি, হিন্দুসমাজের উন্নতির জন্য ধর্মকে নষ্ট করবার কোনো দরকার নেই। ধর্মের জন্যই যে সমাজের এই অবস্থা তা নয়, বরং ধর্মকে সামাজিক ব্যাপারে যেভাবে কাজে লাগানো উচিত, তা হয়নি বলেই সমাজের এই অবস্থা।

ভারতবর্ষের প্রাণশক্তি রয়েছে ধর্মে। যতদিন পর্যন্ত হিন্দুজাতি তার পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে প্রাপ্ত মূল্যে উত্তরাধিকার বিস্মৃত না হয়, ততদিন জগতের কোনো শক্তি তাদের ধ্বংস করতে পারবে না।

যদি রক্ত সতেজ ও পরিষ্কার থাকে, তাহলে মানুষের শরীরে কোন রোগ জীবাণু বাসা বাঁধতে পারে না। ধর্মই আমাদের জাতীয় জীবনের রক্ত। যদি সেই রক্তপ্রবাহ চলাচলের কোনো বাধা না থাকে ... যদি এই 'রক্ত' বিশুদ্ধ থাকে, তবে রাজনৈতিক, সামাজিক বা, অন্য-যে-কোনো ধরনের বাহ্যিক ক্রটি — এমনকি দেশের দারিদ্র পর্যন্ত দূর হয়ে যাবে।

প্রতিটি জীবাণুই স্বরূপত দেবী স্বভাবসম্পন্ন। জীবনের লক্ষ্য বাইরের এবং ভেতরের প্রকৃতিকে বশ করে অন্তর্নিহিত এই দেবস্বকে জাগিয়ে তোলা। কর্ম, উপাসনা, মনঃসংযোগ অথবা জ্ঞান — এর মধ্যে একটি, একাধিক বা সবকটির সাহায্যে ভেতরের সেই দেবস্বকে বিকশিত কর এবং মুক্ত হয়ে যাও। এই হল ধর্মের সব। মতবাদ, আচার-অনুষ্ঠান, শাস্ত্র, মন্দির বা অন্যান্য বাহ্য ক্রিয়াকলাপ ধর্মের গৌণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মাত্র।

মানুষের মধ্যে যে দেবস্ব প্রথম থেকেই আছে, তার বিকাশই ধর্ম।

— স্বামী বিবেকানন্দ

সুখবর

দৈনিক সংবাদপত্র
প্রধান কার্যালয়

১২/৩/৪ জামির লেন, কলকাতা - ৭০০ ০১৯

বালিগঞ্জ বাস টার্মিনাস, গড়িয়াহাট ম্যালের মুখোমুখি

হেল্প লাইন ☎ : ০৮২৭২৯৪৭৮০০

নয়াদিব্লি কার্যালয়

রুম নং ১০২, আনেন্দ্র, আই এন এস বিল্ডিং,

রফি মার্গ, নয়াদিব্লি-১১০ ০০১

ফোন : ০৯৮৭১৯০২১৩

রবীন্দ্রনাথের কাছে দেশপ্রেমের চেয়েও মানবতা ছিল বড়ো



‘আমার জন্মগত পেশা জমিদারী, কিন্তু আমার স্বভাবগত পেশা আসমানদারী।’ এই মর্মকথার কথাগুলির কাছে দেশপ্রেমের চেয়েও মহত্তর গুণ হল মানবতা। রবীন্দ্রনাথ শুধু এটা বিশ্বাসই করতেন না, জীবনভর অনুশীলন করতেন। হিংসাদীর্ঘ পৃথিবীতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট উইলসনকে লিখিতভাবেও তাঁর এই মনোভাবের কথা জানিয়েছিলেন। দেশপ্রেমকে তিনি জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে মনে করতেন না। আর সে কারণেই দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদের নামে মানবের নিপেষণ মেনে নিতে পারেননি। দু’দুটো বিশ্বযুদ্ধের বিঘাত নিঃসংশয় মূলে তিনি দেখেছেন জাতীয়তাবাদের উন্মত্ত আশ্রয়। তাই সংশয় ও সন্দেহের চোখে দেখতেন জাতীয়তাবাদকে। দেশপ্রেমের নামে, জাতীয়তাবাদের নামে যে অত্যাচার ও অনাচার রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষ করেছেন, তা থেকেই তিনি জাতীয়তাবাদের ক্ষয়ের ও নির্মোহ সমালোচনা করেছেন। এর সেরা ক্রিটিক ‘ঘরে বাইরে’। ‘চার অধ্যায়’ ও ‘গোরা’তেও তার স্পষ্ট প্রকাশ আছে। তবে অনেকের মতো আমরাও মনে হয় ‘ঘরে বাইরে’র সন্দীপ হচ্ছে দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদের প্রকৃষ্ট চরিত্র। যার বিপরীতে নিখিলেশ, যার কাছে দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদ মানুষকে বাদ দিয়ে নয়, যা চূড়ান্ত অর্থ মানবিক। বিশেষ করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের রাষ্ট্রপতির লোভ ও লুণ্ঠনের যে নগ্নতা তিনি দেখেছিলেন, তা তাঁকে পীড়িত করে। ন্যাশনালিজম বা জাতীয়তাবাদের সেই উদগ্র ও উন্মত্ত লিঙ্গা দেখে রীতিমতো বিচলিত হয়েছিল কবিমান। তাঁর সমালোচনা করে তৈরি হল ন্যাশনালিজমের বজ্রতামালা। তাঁর ন্যাশনালিজম ইন দ্য ওয়েস্ট বজ্রতায় তিনি বলেন, দেশপ্রেমের একমাত্র বাসনা অবশিষ্ট পৃথিবীর দুর্বলতার সুযোগে ফুরিয়ে ওঠা ও প্রতিবেশী সমাজগুলিকে গ্রাস করা, যার ফল হিসাবে গড়ে ওঠে পারস্পরিক ঘৃণা ও আতঙ্কের পরিবেশ।

তিনি মনে করতেন জাতীয়তাবাদী চিন্তার মধ্যেই ক্ষমতা, আধিপত্য ও সংগ্রামের বীজ লুকিয়ে আছে, যা মানবজাতি ও সমাজব্যবস্থায় ভিন্নতা সৃষ্টি করে আর ব্যক্তি স্বাধীনতাকে আহত করে। তাই তিনি পশ্চিমী উগ্র জাতীয়তাবাদের ঘোর বিরোধী ছিলেন। এই ইউরোসেন্ট্রিক জাতীয়তাবাদের মূল বৈশিষ্ট্য হল রাজনীতি ও বাণিজ্য, যা হয়ত মানবজাতিকে আর্থিকভাবে সমৃদ্ধ করে তুলতে পারে, ক্ষমতায় বলায়ন করতে পারে, কিন্তু সামাজিক জীব হিসাবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে মানুষের আত্মপ্রকাশের পথকে অবরুদ্ধ করে। মানুষ লোভ ও ক্ষমতার দ্বারা পরিচালিত হয়ে যন্ত্রে পরিণত হয়। তার ফলে সমাজের অভ্যন্তরে নৈতিকতা, আদর্শ, মানুষের মধ্যকার পারস্পরিক সহযোগিতা ও মানবিকতাবাদের বিলুপ্তি ঘটে। কবির দৃষ্টিতে জাতীয়তাবাদ স্বার্থকেন্দ্রিক মানুষের সম্মিলিত রূপ, যা কখনই মানবিক নয়, আত্মিক নয়। জাতীয়তাবাদ মানবিকতার প্রতি ভীতি প্রদর্শন আর মানুষের নৈতিকতা, অনুভূতি ও ঐক্যবোধকে পদদলিত করে।

আজ যখন আমাদের দেশে উদ্ভাসের দেশপ্রেমে স্বাভাবিক জীবনযাপন বিপন্ন হয়ে উঠছে, তখন রবীন্দ্রনাথ থাকলে নরেন্দ্রকে কী বলতেন, তা ভাবলেই আমার রোমাঞ্চ লাগে। তিনি এই মন্ত্রে উদ্ভাসিত দেশপ্রেমী ও জাতীয়তাবাদীদের কীভাবে মোকাবিলা করতেন, তা আমাকে প্রায়ই ভাবায়।

বিশ্বকবি তিরোধানের পর পৃথিবীটা অনেক পালটে গেছে। অথচ আমাদের চেনাজানা পৃথিবীটা আসনি তো। প্রায় শোনে শতাব্দী অতিক্রম। বদলে গেছে ভূগোল-ইতিহাস। ন্যাগাম বোমা ছাড়িয়ে পরমাণু যুদ্ধের চোখাবারনি চলছে স্থানীয় যুদ্ধেও বিশ্বায়নের ঠেলায় মার্কিন-রাশিয়া-চিন-ভারত ক্ষমতার অন্দরমহলে চালকের আসনে থাকার নিরন্তর প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। কোভিড অতিমারির জেরে যেমন মানব শরীরে দেখা দিয়েছে ডেমনাইসমাজজীবনও এরসঙ্গে বিশ্বজুড়ে দক্ষিণপশ্চিমী রাজনৈতিক উত্থান। রবীন্দ্র আদর্শের প্রাসঙ্গিকতা এখন এই ভক্তিবাদের যুগে স্পষ্টতই এসে ঠেকেছে। রাষ্ট্রনেতা থেকে সাধারণ ভোটাভাঙার মধ্যে বিরাজ করছে অপরকে লিঙ্গোপ করার মানসিকতা। রবি ঠাকুর রাজনীতি সচেতন মানুষ ছিলেন, তাঁর জীবনের পরতে পরতে উদাহরণ রয়েছে। প্রথম জীবনে স্বদেশি আন্দোলনের সময় বিদেশি দ্রব্য বর্জনের তাক দিয়েছিলেন কবিগুরু আবার শেষ জীবনে আন্তর্জাতিক হওয়ার কথা বলেছিলেন। রাজনীতির আন্ডায়ন রবীন্দ্রদর্শন ব্যক্তিগত উপলব্ধির পরিসর থেকে এসেছিল, তাই পরিবর্তনও হয়েছে কবির নিজের জীবনপটের অভিজ্ঞতায়। বলতে গেলে এক নতুন ধরনের রাজনীতির কথা বলেছিলেন তিনি। অনেকেই অবশ্য সেই রাজনীতির বাস্তবতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। বারবার উঠে এসেছে সেই প্রশ্ন য়ে কবির আন্তর্জাতিক হয়ে ওঠার সঙ্গে কি তথাকথিত জাতীয়তাবাদের কোনও বিরোধ রয়েছে? আছে। ব্যাপকভাবে আছে। রবীন্দ্রনাথের মতে জাতির ধারণা পশ্চিমী ও সম্পূর্ণভাবে আধুনিক। সেইসঙ্গে তিনি একে যাত্মিক ও রাজনৈতিক বলে ব্যাখ্যা করেছিলেন। জাতির মূল উদ্দেশ্য হল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থে সমাজের অভ্যন্তরে আত্মনির্ধারণ আর নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য অপরকে ওপর বলপ্রয়োগের প্রচেষ্টা। কবি বলেছিলেন, যে কোনো সমাজ যখন নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে ক্ষমতাবাদী হয়ে ওঠে আর অপরকে ওপর

প্রশান্ত ভট্টাচার্য

বলপ্রয়োগ শুরু করে তখন তা মানবজাতির পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। কারণ তখন মানুষ ক্ষমতাকেই অগ্রাধিকার দিতে শুরু করে ও আধুনিক হওয়ার চরম নেশায় মত্ত হয়ে সম্পূর্ণ যাত্মিক হয়ে ওঠে। এর ফলে সমাজের মানবিক দিকটি ক্রমশ অবলুপ্ত হতে থাকে। কবির মতে, দেশপ্রেম আধুনিক ও যাত্মিক যৌক্তিকতার মধ্যে মানুষ প্রতিদিন নিজের স্বাধীনতা ও মানবিকতার বিসর্জন দিচ্ছে আর নিজে দেশপ্রেম যন্ত্রে পরিণত হচ্ছে। সেদিন হয়তো, কবির এই মনোভাব বিজ্ঞানিক মনে হয়েছিল, কিন্তু দিন যত গেছে, ততই এর সারবত্তা স্পষ্ট হচ্ছে। আমাদের ভোটসর্বস্ব রাজনীতিতে মানুষ তার ব্যক্তিগত পরিসরেও ভোটের বিরোধিতা করতে পারবে না। ভারতের মতো আধুনিক রাষ্ট্রে তাকে দেশদ্রোহী বলে দেগে দেওয়া হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ন্যাশনালিজম-এ বলেছেন, ‘যখন সংগঠনরূপী ইঞ্জিন বিশাল আকার গ্রহণ করে আর যন্ত্রকলাীর যন্ত্রের অংশ বিশেষে পরিণত হয়, তখন ব্যক্তিমুখ্য শূন্যে বিলীন হয়ে যায়। আর অন্য সবকিছুই যন্ত্রের সঙ্গে জড়িত মানব-অংশের দ্বারা উদ্ভাবিত নীতি বিপ্লব হিসাবে গণ্য হয় এবং তখন মমতাময় পরদৃষ্থাকারের দর্শন বা কোন নৈতিক দায় থাকে না।’ তবে রবীন্দ্রনাথ নিজেই বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, তিনি



রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সঙ্গে তাঁর পরিবার: বামদিক থেকে ডানদিকে : ছোটো মেয়ে মীরা দেবী, বড়ো ছেলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বড়ো ছেলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী প্রতিমা দেবী, বড়ো মেয়ে মধুরিলতা দেবী

দেশ সম্পর্কে বিশেষ ধারণার বিরোধী নন, তবে তিনি দেশ সম্পর্কে যে সাধারণ ধারণা বা ভাবদর্শ তৈরি হয়েছে, তার বিরোধী।

রবীন্দ্রনাথ বিদেশি পণ্য খালিয়ে দেওয়া, ধ্বংস করা ও চরকায় সূতা কাটার বিরোধী ছিলেন। এই ধরনের দেশপ্রেম তাঁর ধাতে সইত না। ১৯০৮ সালে বন্ধু এ এম বোসকে রবীন্দ্রনাথ চিঠিতে লিখছেন, ‘দেশপ্রেম চূড়ান্ত আধ্যাত্মিক আশ্রয় হতে পারে না। আমার আশ্রয় মানবতায়। আমি হীরের মতো কাচ কিনি না এবং তাঁর নৈতিক বৈধতা, কখনোই দেশপ্রেমকে মানবতার ওপর বিজয়ী হতে দেব না।’ এই বোধই আমরা ‘ঘরে বাইরে’ উপন্যাসে নিখিলেশের গলায় শ্রুত পেয়েছি। কবির মনে হয়েছে এই ধরনের স্বদেশিকতা ভারতীয় অর্থনীতিকে পেছন দিকে ঠেলে দেবে আর বিশ্বের দরবারে ভারতকে আরও বিচ্ছিন্ন করে রাখবে। আমাদের খোয়াল রাখতে হবে রবীন্দ্রনাথের এই বিশ্ববোধ থেকেই রামমোহন রায়ের ভারতপথিক বলছেন। কিন্তু গান্ধীজী রবি ঠাকুরের এই চিন্তাধারার বিরোধিতা করে চরকা ও খাদি সম্পর্কে মুক্তিবাদী বক্তব্য রেখেছিলেন তাঁর Young India পত্রিকায়। ‘It was our love of foreign cloth that ousted the wheel from its position of dignity. Therefore, I consider it a sin to wear foreign cloth. I must confess I do not draw a sharp or any distinction between economics and ethics.’ আমাদের সময়কার অন্যতম সমাজবিজ্ঞানী পার্থ চট্টোপাধ্যায় তাঁর রাবীন্দ্রিক নেশন কি? প্রবন্ধে সুখাত্য মনোবিজ্ঞানী আশিস নন্দীর বক্তব্য উদ্ধৃত করে বলেছেন, রবীন্দ্রনাথ ভারতসভার উচ্চমার্গীয় সংস্কৃতির আদর্শ অবলম্বন করে দেশপ্রেমকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন আর গান্ধী নিম্নকোটির লোকধর্মের আদর্শে অবিশ্বাস থেকে জাতীয়তার রাজনীতির মধ্যে দেশপ্রেম সমালোচনা করেছিলেন। কিন্তু দু’জনেই পৌঁছেছিলেন একই গন্তব্যে — তা হলো স্টেট-বিরোধী এক মতাদর্শ যাতে, স্বদেশপ্রেমের জয়গা আছে কিন্তু ন্যাশনালিজমের নেই।

নরেন্দ্র মোদী তাঁর অননুক্রমণীয় নাটকীয়তায় রবীন্দ্রনাথকে গুরুদেব বলে বন্দনা করে ভারতীয়দের বিশ্বাস করাতো চাইছেন, রবীন্দ্রনাথ ছিলেন একজন হিন্দু জাতীয়তাবাদী অর্থাৎ হিন্দুস্ববাদী। তিনি রবীন্দ্রনাথের চিন্তাভাবনাকে চিহ্নিত করেন ভক্তি আন্দোলনের ধারাবাহিকতা হিসেবে। অথচ আমরা তো জানি, প্রথমত, রবীন্দ্রনাথ আমৃত্যু একনিষ্ঠভাবে একজন সনাতনী হিন্দু ছিলেন না। ছিলেন রামমোহন প্রবর্তিত সংস্কারস্বাভী ব্রাহ্মসমাজের একজন। তিনি

মূর্তিপূজা ও প্রচলিত ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি জাতীয়তাবাদ বা দেশপ্রেমের চেয়ে আন্তর্জাতিকতাবাদ ও মানবতাবাদকে অগ্রাধিকার দিতেন। পাজীপুথির চেয়ে বেদ-উপনিষদকে বেশি গুরুত্ব দিতেন। তাঁর রচিত গান ও নাটকে আমরা তার প্রতিফলন দেখতে পাই অহরহ। অথচ সেই গানকেই স্বদেশী আদর্শ করে নিয়েছিলেন। সুধীর চক্রবর্তীর লেখা থেকে আমরা জানতে পারি, ‘অমল ধবল পালে লেগেছে মন্দ মধুর হাওয়া’ — এই গানটিকে অধ্যয়নের বিপ্লবীরা মনে করতেন, তাঁদের জন্যই এটি কবিগুরু লেখা। অথচ গীতবিতানে এটাকে আমরা প্রকৃতি পর্যায়ের গান হিসাবেই পাই। দেখি নাই কভু দেখি নাই এমন তরণী বাওয়া — এই ভায়ের মধ্যে বিপ্লবীরা খুঁজে পেতেন পদচিত্রহীন পথে নিজেদের চলাকে। নরেন্দ্র মোদী বা বিজেপি রবি ঠাকুরের এসব বৈশিষ্ট্যের ধারেকাছে দিয়ে না গিয়ে নিজেদের ধারণাতেই প্রচারের চেষ্টা চালিয়ে যান। তিনি বা তাঁর দল প্রমাণ করতে চেয়েছে, বিশ্বভারতী হল কোনো বিশ্ববিদ্যালয় ছিল না, ছিল না জাতীয় প্রবণতা থেকে বিচ্ছিন্ন আলাদা কোনো বিশ্ববিদ্যালয়। তা প্রমাণ করতে মোদী একই সময়ে (১৯১৫-১৬) প্রতিষ্ঠিত বেশ কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম টেনে আনেন। কিন্তু এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের একটিতেও প্রায়ীক জনগণের সঙ্গে সংগঠিত শিক্ষার অস্তিত্ব ছিল না। তাদের পাঠক্রমও বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের

মতো বহুমুখী ছিল না। এখানেই ভারতের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যেমন, ১৮৬৭ সালে প্রতিষ্ঠিত লখনউ বিশ্ববিদ্যালয়, ১৮৭৫ সালে প্রতিষ্ঠিত আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিশ্বভারতী অনন্য আর ১৮৭৫ সালে প্রতিষ্ঠিত লাহোরের ন্যাশনাল কলেজ অফ আর্টস থেকেও ভিন্ন ধরনের। তবু কেন মোদী এই রেফারেন্স ফ্রেম তৈরি করেন, কারণ নরেন্দ্র মোদী ও তাঁর দল নিজেদের মনুবাদী উগ্র হিন্দুস্বকে বাংলায় প্রতিষ্ঠা করতে রবি সুরিনিকে আদর্শ উপায় বলে মনে করেন। তাই তাঁর ভাষণে রবীন্দ্রনাথকে উদ্ধৃত করার একটি লক্ষণ দেখা যায়। কিছু অর্থসত্য, কিছু অতিকথন বা মিথ ও কিছু কল্পনার ওপর ভিত্তি করে দেওয়া এই ভাষণে নরেন্দ্র মোদী কার্যত বাংলার ভোটারদের কাছের আত্মন রাখতে চান, তাঁর রাজনীতি ও দলের জন্য দুয়ার খুলে দিতে। এখানে এসেই মনে পড়ে, ‘পথ ও পাত্থেয়’-তে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, ‘আমি যাহা করিব সকলকেই তাহা করিতেই হইবে, আমি যাহা বলিব সকলকেই তাহা বলিতেই হইবে এইরূপ বলপ্রয়োগে দেশের সমস্ত মত ও আচরণ-বৈচিত্র্যের অপভ্রাতমূর্ত্তর দ্বারা পক্ষকলাভকেই আমরা জাতীয় ঐক্য বলিয়া স্থির করিয়া বসিয়াছি।’ মতান্তরকে আমরা সমাজে পীড়ন করিতেছি কাণজে অতি কুৎসিতভাবে গালি দিতেছি; এমন-কি, শারীরিক আঘাতের দ্বারাও বিরুদ্ধ মতকে শাসন করিব বলিয়া ভয় দেখাইতেছি।’ অথচ আমরা এমন একটা সময় বেঁচে আছি, যখন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জানিয়ে

দিয়েছেন, নবরাত্রি ও ‘সাবন’ চলার সময় আমিই খেলে তা ‘মোগল-মানসিকতা’র প্রকাশ। জানা যাচ্ছে, দেশের উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমের বহু রাজ্যে এই সময় প্রশাসনের অঙ্গুলি নির্দেশে বাজরে কার্যত বন্ধ হয়ে যায় মাই-মাংসের বিক্রি।

সংবিধান অনুসারে আহারের স্বাধীনতা মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার। এখানেই শাসকদের সূক্ষ্ম কারসাজি-প্রথমে প্রতিষ্ঠা করে দেওয়া যে, ‘মোগল’ অর্থাৎ মুসলমানরা ভারতের শর্ত, তার পর আমিয়াসীদের দেগে দেওয়া ‘মোগল’ বলে। এমন রাজস্ব সর্বভারতীয় বহুস্বয় হুজুম করে বিজেপির রাজনীতি নয়। আমিয়া-নিরামিষের দ্বন্দ্ব অতীতে ছিল না এমন নয়, কৃষিপ্রধান সভ্যতার জন্মলাভ থেকেই তা ছিল। গাঙ্গের অববাহিকায় উচ্চপর্বের হিন্দু মূলত নিরামিষাশী, ফলে বিজেপির নৈতিকতা বলে, অন্তত পূজোপার্ধণের সময় নিরামিষ খাওয়াই বিধেয়।’ অথচ আমরা সন্তোষের সঙ্গে দেখতে মতো আমরা সন্তান থাক শুধু মাছেভাতেও তো একটা ধারণা, একটা যাপন। অন্য অঞ্চলের সংস্কৃতিতে যে ভিন্ন কথা বলতে পারে, তা মানার মতো নরনায়িত মনুবাদী বিজেপির নেই। তাই আজকের ভারতে রবীন্দ্রনাথ থাকলে নিস্তার পেতেন না। বিশেষত সেই রবীন্দ্রনাথ, যিনি অধিকার আন্দোলনের পুরোধা ছিলেন।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, ‘প্রবাসী’ পত্রিকায় লিখেছিলেন, ‘সিভিল রাইটস কমিটি’ স্থাপনের কথা শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমাদিগকে প্রথমে বলিয়াছিলেন এবং তিনি ইহার কর্মী সভা হইতে প্রস্তুত করিলেন। ১৯১৮ সালের ৫ মার্চ ওই ‘মোগল’ সম্পর্কে রামানন্দ লিখছেন, ‘দেশের রবীন্দ্রনাথের আলো। তাঁর লেখা পড়া হয় সভায়।’ আমরা তো সবাই জানি, ১৯৩৬ সালের ২৪ আগষ্ট জওহরলাল নেহরুর উদ্যোগে তৈরি হয় ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ সিভিল লিবার্টিজ। যার সভাপতি ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এমন উদাহরণ আরও হওয়া যায়। কথা হচ্ছে, আজকে যখন বিনামাফিরে, মিথো মামলায় শয়ে শয়ে ভারতবাসীকে জেলে পুরে রাখার গৈরিক আনন্দে মোহিত মোদী-শাহরা, তখন রবীন্দ্রনাথ মানব শরীরে এই ধরামোহে থাকলে, তাঁরও বোধহয় ঠিকানা হত, তিহার জেল। যদিও তারপরও কোনো আওয়ানের মতো কবির যুদ্ধে প্রহসন করে মনে-প্রাণে, তাঁর কথা ও সুরে একাধু মনে হয় যায়। সিনেমা হোক কিংবা পাড়ার ফাংশন, রবীন্দ্র সংগীতের ব্যবহার এক আলাদা আবহ তৈরি করে দেয়। অনেকে মনে করেন, আজ রবীন্দ্রনাথ বেঁচে থাকলে তিনি তাঁর সৃষ্টিকে এইভাবেই নতুন নতুন আঙ্গিকে উদযাপন করতেন। রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য রোমাঞ্চিক ধারায় স্নাত উন্নবিশ শতাব্দীর এক আলোকিত ও স্বেচ্ছ প্রতিনিধি।

তিনি এই রোমাঞ্চিকতার সঙ্গে প্রাচ্যের উপনিষদ, বাবদাব ও জাতির শাশ্বত ঐতিহ্যকে আত্মীকরণ ও আত্মীকৃত করে যে নতুন রোমাঞ্চিকতার জন্ম দেন, তা হয় ওঠে অবেগ মোহিত অন্য এক ঘরানার রোমাঞ্চিকতা। আর তাই আজকের দিনে দাঁড়িয়েও তিনি সমান প্রাসঙ্গিক। আজকেও আমরা প্রেমে পড়লে তাঁর গান শুনি, আজকেও তাঁর গান যেন বাথার মলম। শেষ জীবনে আঁকা তাঁর ছবিগুলি আসলে জীবনের সর্বকর্তম মুহূর্ত থেকে উঠে আসা আলোকিত এক উদ্ভাস। অন্ধকারের মধ্যে জোনাকির আলোর মতো।

তাঁর জীবন দর্শন আসলে আমাদের এক শাশ্বত শান্তির দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে। আর এখানেই তাঁর ব্যাপ্তি সর্বজনীন। ১০০ বছর আগে দাঁড়িয়ে তিনি ভবিষ্যৎ দেখতে পেতেন আর তাই তাঁর দর্শন আমাদের ভাবায়, দাঁড় করিয়ে দেয় আয়নার সামনে। এখানেই তাঁর আধুনিকতা। রবীন্দ্রনাথ বাঙালিকে ভাবে শিখিয়েছেন, নিজের মতো করে বাঁচতে শিখিয়েছেন। নিজের সংস্কৃতিকে শ্রদ্ধা করতে শিখিয়েছেন। শিশুর মতো সদা জন্ম নেওয়া একটা ভাষাকে হাত ধরে পরম যত্নে হাঁটতে শিখিয়েছেন। আর তাই তাঁর সৃষ্টির সামনে আজও আমাদের থমকে দাঁড়াতে হয়। আমরা এক আলোকবর্ষ থেকে অন্য আলোকবর্ষে, এক মুহূর্ত্ত থেকে অন্য মুহূর্ত্তত যাত্রা করেছি। এক কথায়, তিনি ছিলেন এক আন্তর্জাতিক মুখ।

উত্তর সম্পাদকীয় সব প্রবন্ধের যাবতীয় দায় লেখকের। সম্পাদক কোনোভাবেই দায়বদ্ধ নয়।

ডিজিটাল যুগেও রবীন্দ্রনাথ সমান প্রাসঙ্গিক

ডা. গৌতম কুমার ভদ্র



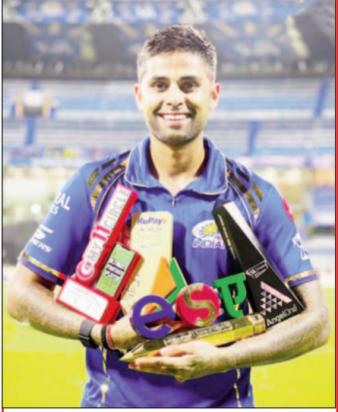
রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে জীবনানন্দ দাশ বলেন, ‘ইংরেজ কবিরা যেমন যুগে যুগে ঘুরে-ফিরে শেকসপীয়র-এর ক্ষেত্রিকতার থেকে সঞ্চারিত হয়ে বৃত্ত রচনা করে ব্যাণ্ড হয়ে চলেছেন, আমাদের কবিরাও রবীন্দ্রনাথকে পরিক্রম করে তাই করছেন।’ আর সুধীন দত্ত মনে প্রাণেই বিশ্বাস করতেন, আমাদের আধুনিক ভাষা ও সংস্কৃতি রবীন্দ্রনাথেরই সৃষ্টি।

বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথ তার চিন্তা, চেতনা ও সৃষ্টিতে তার সময় থেকে অনেকটাই এগিয়ে ছিলেন। আর তাই এই প্রজন্ম রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির সঙ্গে প্রচণ্ডভাবে নিজেদের সম্পর্ক গড়ে তুলতে পেরেছে। আর এখানেই রবীন্দ্রনাথ চির-তরুণ। রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির সম্ভারের নানামাত্রিক আয়োজন আজও আমাদের জীবনে প্রতিদিনের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা এমনকী প্রাত্যহিক কর্মযজ্ঞেও নিবিড়ভাবে জড়িয়ে আছে। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যে ঈশ্বর বন্দনা, প্রকৃতি প্রেম, দেশাত্মবোধ, নিজস্ব সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল থেকে শুরু করে বিশ্বজনীনতার যে সম্প্রসারিত পথ-পারিক্রমা, সেখানে আজও তিনি সময়ের পথিক। যুগের নায়ক, এমনকী, বিশ্ব পরিসরেও একজন যথার্থ কর্ণধার। তাকে নতুন প্রজন্মের কাছে সামগ্রিকভাবে নিয়ে আসতে হলে সুসংবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা দরকার। ইন্টারনেট যুগে নতুন আঙ্গিকে রবিঠাকুরকে এই প্রজন্মের সামনে তুলে ধরা ছাড়া আর কোনো বিকল্প পথ নেই। রবীন্দ্রনাথের প্রগতিশীল চেতনা আর চারিত্রিক বলিষ্ঠতার যে প্রতিফলন তার সুবিশাল সৃষ্টিযজ্ঞে দৃষ্টান্ত হয়ে আছে, তাকে খুব সহজ আর স্বল্পসময়ের মধ্যে এই প্রজন্মের হাতে পৌঁছে দিতে হলে ডিজিটাল পদ্ধতি অনুসরণ করেই এগিয়ে যেতে হবে। যাতে রবীন্দ্র রচনাবলী হাতে না নিয়েই জেন-ওয়াই তাদের অ্যান্ড্রয়েড দুনিয়ার রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য জোগাড় করে নিতে পারে। আর তাহলেই জিপ টি-শার্ট পরা বকবকে তরুণ প্রজন্মের কাছেও রবীন্দ্রনাথ হয়ে উঠতে পারেন কাছের মানুষ। ভালোবাসার মানুষ। পেইন কিলারের মতো বাথার আদর। রবীন্দ্রনাথের জনপ্রিয়তা আজ



পেছনে ফেলে দেন। ডিজিটাল মিডিয়া প্রমাণ করে রবীন্দ্রনাথের জনপ্রিয় সৃষ্টির প্রতি এই প্রজন্ম কতটা কৌতূহলী। যে বৈজ্ঞানিক শক্তি রবীন্দ্রনাথকে জীবনভর উদ্দীপ্ত করেছে জীবন আর কর্মের প্রতিটি পথায়, যে উদ্ভাবনকে

উজ্জ্বল সূর্যকুমার



নিজস্ব সংবাদদাতা, মুম্বই: অবশেষে বার্থতার বৃত্ত অভঙ্গ মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। অর্ধশতাব্দী টানা হারের পর হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে জয় পেয়েছেন হার্লিক পাণ্ডিয়ারা। সৌজন্যে সূর্যকুমার যাদব। নিজেদের মাঠে ওয়াংখোড়েতে ১৬ বল হাতে রেখে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের ৭ উইকেটে হারিয়েছে মুম্বই। টসে হেরে আগে ব্যাট করে ৮ উইকেটে ১৭৩ রানের স্কোর তোলে হায়দরাবাদ। লক্ষ্য তাড়ায় ৩১ রানে ৩ উইকেট হারয় মুম্বই। সেখান থেকে তিলক ভার্মার সঙ্গে জুটি গড়ে দলকে জয় এনে দেন সূর্যকুমার যাদব। মুম্বই ৩ উইকেটে করে ১৭৪ রান। সূর্য পেয়েছেন সেক্ষুরি। ৫১ বলে ১২ চার ও ৬ ছয়ে করেছেন অপরাজিত ১০২ রান। এই সেক্ষুরিতে অনেক মাইলফলক ছুঁয়েছেন এই ডানহাতি ভারতীয় ব্যাটার। মুম্বইয়ের হয়ে সর্বোচ্চ সেক্ষুরিতে দুই কিংবদন্তি সচিন তেণ্ডুলকার ও সনৎ জয়সূর্যকেও টপকে গেলেন সূর্য। মাচ-সেরাও হন তিনি।

একনজরে সূর্যকুমারের মাইলফলক

২ মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের হয়ে সবচেয়ে বেশি সেক্ষুরিতে রোহিত শর্মার পাশে বসলেন সূর্যকুমার। দুজনের সেক্ষুরির সংখ্যা দুটি করে। একটি করে সেক্ষুরি করেছেন সচিন তেণ্ডুলকার, সনৎ জয়সূর্য, লেগেন্ড সিমসন, ক্যামেরন গ্রিন।

৪ স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে চারে ব্যাটিংয়ে নেমে মুখাভারে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সেক্ষুরির রেকর্ডে ডেভিড মিলারের পাশে বসলেন সূর্যকুমার। দুজনের সেক্ষুরির সংখ্যা ৪। ৫ সেক্ষুরি নিয়ে এই তালিকার শীর্ষে গ্লেন ম্যাকগয়েল।

৬ স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে ভারতীয়দের মধ্যে মুখাভারে তৃতীয় সর্বোচ্চ সেক্ষুরি করলেন সূর্যকুমার। এ তালিকায় শীর্ষে বিরাট কোহলি (৯)। দুইয়ে রোহিত শর্মা (৮)। এই সেক্ষুরি করে পরের স্থানে রুতুরাজ গাইকোয়াড, লোকেশ রাহুল ও সূর্যকুমার।

১৪৩ হায়দরাবাদের বিপক্ষে রান তাড়ায় ৭৯ বলে অপরাজিত ১৪৩ রানের জুটি গড়েছেন সূর্যকুমার ও তিলক ভার্মা, মুম্বইয়ের হয়ে চতুর্থ উইকেটে যা সর্বোচ্চ। আইপিএলে রান তাড়ায় চতুর্থ উইকেটে এটি দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রানের জুটিও। আগেরটি ১৪৪-গুরকিরাত সিং ও শিমরান হেটমায়ারের। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর হয়ে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিপক্ষে ২০১৯ সালে এই রেকর্ড গড়েছিলেন তাঁরা।

জাতীয় শিবিরে মোহনবাগানের ৮ জনকে ডাকলেন স্টিম্যাচ

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিল্লি: দেশের সেরা কোন দল? এই নিয়ে ফুটবল ভক্তদের মধ্যে বিতর্ক উঠতেই পারে। লিগ শিল্ড জয়ী মোহনবাগান এসজি, আবার আইএসএল কাপজয়ী মুম্বই সিটি এফসি। তবে দেশের হয়ে লড়াইয়ের জন্য ইগর স্টিম্যাচ বেছে নিলেন দু'দলেরই ১৫ জন ফুটবলারকে। যেখানে মোহনবাগানের ৮ ফুটবলারের নাম রয়েছে, মুম্বই সিটি এফসির ৭ ফুটবলারও রয়েছে। এরমধ্যে আছেন আনোয়ার, সাহাল, শুভাশিস, বিশাল কাইথরা। ফিফা বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বের ম্যাচের জন্য জাতীয় শিবিরে এই ১৫ জনকে ডাকা হয়েছে। এর আগেও ২৬ জনকে বেছে নিয়েছিলেন ভারতের কোচ। সব নিয়ে ৪১ জনকে ডাকলেন জাতীয় শিবিরে। প্রথম তালিকার ২৬ জন খেলোয়াড় ১০ মে ওড়িশার রাজধানী ভুবনেশ্বরে প্রশিক্ষণ শুরু করবে। দ্বিতীয় তালিকার ১৫ জন খেলোয়াড়, যার মধ্যে মুম্বই সিটি এফসি ও মোহনবাগান এসজির খেলোয়াড়রা আছেন যারা আইএসএল কাপের ফাইনালে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন, তারা ক্যাম্পে যোগ দেবেন ১৫ মে।



জাতীয় শিবিরে মোট ৪১ জন খেলোয়াড় অংশ নেবেন। রু টাইগাররা ৬ জন কলকাতায় কুয়েতের মুখোমুখি হবে ১১ জুন কাতারের বিরুদ্ধে গ্রুপ এ-এর শেষ দুটি ম্যাচে। ভারত বর্তমানে চার ম্যাচে চার পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। গ্রুপের শীর্ষ দুটি দল ফিফা

বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের রাউন্ড ৩-এর জন্য যোগ্যতা অর্জন করবে ও এএফসি এশিয়ান কাপ ২০২৭ সালের প্রতিযোগিতায় স্থান নিশ্চিত করবে।
গোলরক্ষক : অমরিন্দর সিংহ, গুরপ্রীত সিংহ সাধু, টেম্পা লাচেম্পা, বিশাল কাইথ।
ডিফেন্ডার : অময় গণেশ রানাওয়াড়ে, জয় গুপ্ত, লালচুন্সুঙ্গা, মুহম্মদ হাম্মাদ, নরেন্দ্র গহলৌত, নিখিল পুজারি, রোশান সিংহ, আকাশ মিশ্র, আনোয়ার আলি, মেহেতাব সিং, রাহুল ভেঙ্কে, শুভাশিস বোস।
মিডফিল্ডার : ব্রেন্ডন ফের্নান্দেস, এডমন্ড লালারিন্ডিকা, ইমরান খান, ইশাক আললারুয়াতফেলা, জিকসন সিংহ, মশাহে নাওরেম, মহম্মদ ইয়াসির, নন্দকুমার, রাহুল কামোলি, সুরেশ সিংহ, ভিনিন মোহন, অনিরুদ্ধ খাপা, দীপক টাংডি, রালভে, ছাংতে, লিস্টন ফোলোসো, সাহাল আব্দুল সামাদ।
ফরোয়ার্ড : ডেভিড, জিতীন মাদাখিল, লালরিনজুয়ালা, পার্থিব গণ্ডে, মনবীর সিং, বিক্রম প্রতাপ সিং, রহিম আলি, সুনীল ছেহী।

হাবাস না থাকলে লোবোরাকে ভাবছে মোহনবাগান

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা: আগামী মরসুমে মোহনবাগানের কোচ আর্চেন্টিনো লোপেজ হাবাস থাকবেন কিনা সেটা নিয়ে কিছু একটা বড় প্রশ্ন উঠেছে। হাবাস আপাতত দেশে ছুটি কাটাতে। শোনা যাচ্ছে অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন তাকে কোচ হওয়ার প্রস্তাব দিয়েছেন। যদি হাবাস একান্তই না থাকেন তাহলে ওডিশা এফসির সার্জিও লোবোরাকে কোচ করার ভাবনা মোহনবাগানে। লোবোরা আপাতত ওড়িশার কোচ হলেও সুপার কাপ ফাইনালে ইন্সবেঙ্গলের কাছে হারেন আর দলকে আইএসএল ফাইনালেও তুলতে পারেননি। বড়ো বাজেটের দল ওড়িশার কাছে যা বেশ হতাশাজনক। যদি ওডিশা লোবোরাকে ছেড়ে দেন তবে তাঁকে নিয়ে ভাবনা বাগানের। লোবোরা মুম্বই সিটি এফসিকে সাফল্য দিয়েছেন আইএসএল আর শিল্ড জিতিয়ে। গত মরসুমে ইন্সবেঙ্গল তাকে প্রস্তাব দিলেও তিনি টালবাহানা করেন শেষে ওড়িশাতে যান। যদি লোবোরাকে না পাওয়া যায় তাহলে মহম্মদ আইমেনকে দ্বিতীয় পছন্দ সবুজ মেরনোর। আইমেনের মার্কেট



ব্যালু এখন এক কোটি টাকা। কেরালা ব্লাস্টার্সের হয়ে লেফট উইঙ্গার পজিশনে খেলেন। শোনা যাচ্ছে তাকে দলে নেওয়ার জন্য বড় ট্রান্সফার ফী দিতে রাজি নাকি মোহনবাগান। সবুজ মেরনোর সঙ্গে আইমেন নেওয়ার দৌড়ে আছে জামশেদপুর এফসি। যদিও সবটাই হিসেবের উপর নির্ভর করছে। তবে জুলাই মাসের ডুরান্ড কাপের আগে কোচ সমস্যা কাটিয়ে উঠবে টিম বাগান।

জেলা খেলা

৬ মাসের মধ্যে সবুজসার্থী ক্রীড়াঙ্গন জনসাধারণের জন্য খুলে দেওয়ার আদেশ হাই কোর্টের

ভাঙ্গুর বিশ্বাস, হাওড়া : হাওড়ায় সবুজসার্থী ক্রীড়াঙ্গনে (ডুমুরজলা ইন্ডোর স্টেডিয়াম) অনেকদিন ধরে খেলাধুলো বন্ধ ছিল। সেই স্টেডিয়াম গোড়াউনে পরিণত করা হয়েছিল। এই নিয়ে এক আইনিজীবী হাই কোর্টে জনস্বার্থ মামলাও করেন। সেই মামলায় আদালত থেকে হাওড়া পুরনিগম ও স্টেট অথরিটিকে আদেশ দিয়েছে, ৬ মাসের মধ্যে স্টেডিয়ামের সংস্কার করে জনসাধারণের জন্য এই স্টেডিয়াম খুলে দিতে হবে। এই প্রসঙ্গে মামলাকারী আইনজীবী অক্ষয় শর্মা বলেন, 'গত ৮ বছর ধরে এই স্টেডিয়াম বন্ধ আছে। কারণ হিসেবে হাওড়া পুরনিগমের তরফে জানান হয়েছে, এই স্টেডিয়ামের নতুন করে সংস্কার করা হচ্ছে। সংস্কারের কাজ ৯০% হয়ে গেছে। এরপরেও স্টেডিয়াম চালু করা হচ্ছে না। শেষ ৪-৫ বছর ধরে ৯০% কাজ হয়ে পড়ছে। তঁর অভিযোগ, খেলার জন্য না ব্যবহার করে এই স্টেডিয়ামকে জঙ্গল সংগ্রহের টুলি, ডাস্টবিন, গুয়ান্ট পোপার বাস্কেট, ভোটের সময় ইভিএম রাখার কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। হাওড়া পুরনিগমের মানসিকতা অনুযায়ী, একটি স্টেডিয়ামকে গোড়াউনে পরিণত করে দেওয়া হয়েছে। এই স্টেডিয়াম সাধারণ মানুষ ব্যবহার করতে পারছেন না। তাই হাই কোর্টে মামলা করেছি।



এই রায় প্রসঙ্গে হাওড়া পুরনিগমের পুরপ্রশাসকমণ্ডলীর প্রধান সুজয় চক্রবর্তী বলেন, 'সবুজসার্থী ক্রীড়াঙ্গনের ভেতরের কিছু কাজ বাকি আছে। এই ব্যাপারে কাজের সঙ্গে জড়িত সংস্থার সঙ্গে কথা হয়েছে। ওখানে বাতানুকুলের কাজ বাকি আছে। ওখানের কাজ চলছে। যেভাবে কাজ চলছে তাতে আদালতের আদেশের অনেক আগেই প্রায় ২ মাসের মধ্যে এই স্টেডিয়াম সাধারণ মানুষের জন্য খুলে দিতে পারব।' স্টেডিয়াম সংস্কার প্রসঙ্গে পুরপ্রধান জানান,

'স্টেডিয়ামের গ্যালারি ঠিক করা হচ্ছে, বাতানুকুল যন্ত্র লাগানোর কাজ চলছে, ভেতরের সব ঘর ঠিক করতে হবে। স্টেডিয়ামের ফ্লোর কাঠের তৈরি। যেসব জায়গায় ফ্লোর নষ্ট হয়ে গেছে সেসব ঠিক করে দেওয়া হবে।' উল্লেখ্য, হাওড়া জেলায় খেলাধুলোর উন্নয়নের স্বার্থে ১৯৮৪ সালে বামফ্রন্ট সরকারের আমলে ডুমুরজলার এই ইন্ডোর স্টেডিয়ামের উদ্বোধন হয়। ১১.১৪ একর জায়গায় তৈরি এই স্টেডিয়ামের কাজ শুরু হয়েছিল ১৯৮২ সালে। কিন্তু সেখানে খেলার পরিকাঠামো ছিল না। একবার রাজ্য টেনিস ও তারপরে একবার জেলা জুড়ে প্রতিযোগিতা ছাড়া বড়ো মাপের কোনো প্রতিযোগিতাও এখানে হয়নি। বিদ্যুৎ পরিষেবাও ছিল না। ফলে ৬ হাজার আসনবিশিষ্ট এই স্টেডিয়ামে খেলাধুলার বদলে জেনারেটর বা অস্থায়ী বিদ্যুতের সংযোগ নিয়ে মেলা আর বিভিন্ন টিভি চ্যানেলের রিয়ালিটি শোয়ের শুটিং হত। পুর সেসব বন্ধ হয়ে স্টেডিয়াম প্রায় হানাভাড়ির চেহারা নেয়। ২০১৭ সালের শেষ দিক থেকে তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত পুরসভা এর আধুনিকীকরণের দায়িত্ব নেয়। ২০১৮-১৯ সালে সংস্কারের কাজ শুরু হয়। তারই মধ্যে জন্ম খুলে দিতে পারব।' স্টেডিয়াম করার অভিযোগ উঠেছে।

আইপিএলের জন্যই বিশ্বকাপ জিতেছে অস্ট্রেলিয়া : ডেভিড ওয়ার্নার

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিল্লি: গত বছর ভারতকে হারিয়ে রেকর্ড বৃষ্টি ওয়ানডে বিশ্বকাপ জিতেছিল অস্ট্রেলিয়া। ট্রফি জয়ের জন্য এবার আইপিএলকে কৃতিত্ব দিলেন অজি ওপনার ডেভিড ওয়ার্নার। বিশ্বকাপে টানা ১০টি ম্যাচ জিতে ফাইনালে উঠেছিল ভারত। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ফাইনালে হেরে স্বপ্নভঙ্গ হয় রোহিত শর্মাদের। সেই ম্যাচে ওয়ার্নার খুব বেশি রান করতে পারেননি যদিও। কিন্তু অন্য ওপনার ট্যান্ডিস হেড ১২০ বলে মনে করছেন ওয়ার্নার। তিনি বলেন, 'আমাদের কিছু হারানোর ছিল না। ২০০৯ সাল থেকে আমরা ভারতের মাঠগুলো ভালো করে চিনতে শুরু করেছি। আহমেদাবাদ এমন একটা মাঠ, যেখানে অস্ট্রেলিয়ার মতোই

বাউন্ডারি। আমরা পরিকল্পনা করেছিলাম মেলবোর্নের মাঠকে মাথায় রেখে। বল করার সময় ভারতকে আমরা দূরের বাউন্ডারিতে মারতে বাধ্য করছিলাম। বুকের উচ্চতায় বল করছিলাম। ব্যাট করার সময় ফাঁক খুঁজছিলাম মেলবোর্নকে মাথায় রেখেই। সেই কারণে সহজে দু'রান নিতে পারছিলাম।' ওয়ার্নার মনে করেন না অস্ট্রেলিয়ার জয়টা নিছক কোনো ঘটনা। তার মতে, 'অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটাররা পরিকল্পনা কাজে লাগাতে সফল হয়েছিল। অজি এই ওপনার বলেন, আমাদের দল খুবই অভিজ্ঞ। যেভাবে খেলব ভেবেছিলাম, ঠিক সে ভাবেই খেলতে পেরেছি। কারণ আমরা উইকেটটা বুঝতে পেরেছিলাম।'

নাইট তারকাদের বারাগসীতে বিশ্বনাথ দর্শন



নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা : বারাগসী যাবেন, কাশী বিশ্বনাথ দর্শন করবেন না তা কি হয়? সুযোগ পেতেই পূজা দিয়ে এলেন নাইট তারকারা। সেইসঙ্গে গঙ্গান্নম থেকে গঙ্গাবক্ষে ভ্রমণ। লখনউ টু কলকাতা। কলকাতায় ব্যাপক বড়-বৃষ্টিতে জানিটা সুখকর হয়নি কেঁকেআরের। তবে অন্যরকম অভিজ্ঞতা ঠিকই হয়েছে নাইট তারকাদের। বড়-বৃষ্টির মধ্যে কলকাতায় কেঁকেআরের চার্টার্ড বিমান নামতে পারেনি। নামতে হয় গুয়াহাটিতে। সেখান থেকে বিমানের ভিতরেই মজার লাইভ করেন নাইট তারকারা। এরপর রাতে ফের নাইটদের চার্টার্ড বিমান কলকাতায় ফিরে আসার অনুমতি পেয়েছিল। কিন্তু আবহাওয়া স্বাভাবিক না হওয়ায় সেই বিমান ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় বারাগসীতে। সেখানেই হোটেলের রাত কাটিয়ে মঙ্গলবার কলকাতায় দুপুরে ফিরেছে কেঁকেআরের বিমান।

এ জালায়
বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, মালদা, পুরুলিয়া, বাঁকুড়ার, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, উত্তর কলকাতার জন্য
কর্মসংস্থান, সাক্ষরতা ও Appointment & Career News
সুখবর-এর
বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ
UNIQUE MEDIA CHANNEL
"Uttaran", Vivekananda Pally, (Near Vivekananda High School), Bolpur-Santiniketan, Birbhum, PIN -731204, W.B.
Mob:9051120373 / 9531785874
"MANJURI" KALIBARI MORE (EAST SIDE), KANDI, MURSHIDABAD PIN -742137
Mob : 9531785874 / 9051120373
Email : bkrishnapal@gmail.com

পুরুলিয়া ও বাঁকুড়া
Manorama Ad Agency
Manorama Collection, P.N.Ghosh Street, Purulia - 723 101
Mob. : 9434219781/9851559301
Email : manoramaadagency@gmail.com kunaldutta858@gmail.com

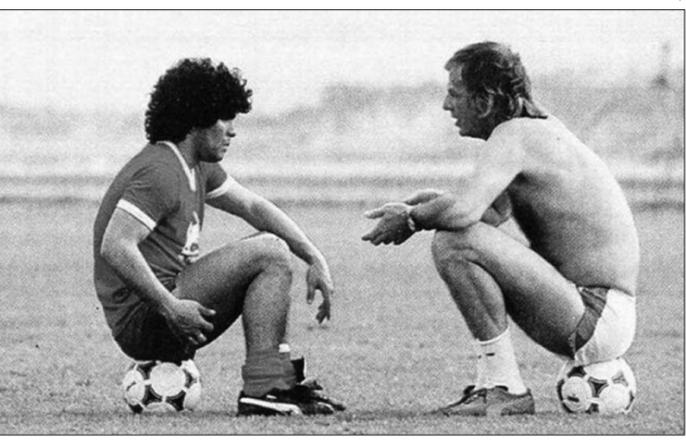
উত্তর কলকাতা
SUPRIYA PUBLICITY
100, Aurobindo Sarani, Room No. E-15 Halibagan, Kolkata - 700 006
Mob. : 8777258122 9830261403
Email : ashimchowdhury12@gmail.com

স্বপ্ন প্রকাশনের বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র
খেলার জন্য যোগাযোগ করুন
এই নম্বরে
9830795430
appointmentnews@gmail.com

সিজার লুইস মেনোভি ১৯৩৮—২০২৪

১৯৭৮ বিশ্বকাপ জিতিয়ে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন মেনোভি

● মারাদোনার হাত ধরে মেক্সিকোতে আসে আর্জেন্টিনার দ্বিতীয় বিশ্বকাপ ট্রফি। তবে, '৭৮ সালের বিশ্বকাপ জয়কে এখনো আর্জেন্টিনার ফুটবল ইতিহাসে সবচেয়ে বড় ও আনন্দদায়ক জয় হিসেবেই ভাবা হয়। আর সেই জয়ের মূল কারিগর ছিলেন মেনোভি। দীর্ঘদিন ধরেই অসুস্থতায় ভুগছিলেন 'এল ফ্লাকো' তকমা পাওয়া মেনোভি। লোকচক্ষুর অন্তরালেও ছিলেন দীর্ঘদিন। মৃত্যুর আগে রক্তস্রাবের ভুগে প্রায় মাসখানেক হাসপাতালে ভরতিও ছিলেন। তিনি চলে গেলেও মেনোভিজয়ের প্রভাব আর্জেন্টিনার ফুটবলে থাকবেই। আর্জেন্টিনার ক্লাব রোজারিও সেন্ট্রালের হয়ে ১৯৬০ সালে খেলোয়াড়ি কেরিয়ার শুরু করেছিলেন মেনোভি। বোকা জুনিয়র্সের হয়ে জিতেছেন আর্জেন্টিনার শীর্ষ লিগ। ১৯৬৭ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ক্লাব নিউইয়র্ক জেনারেলস ঘুরে পরের বছর যোগ দেন ব্রাজিলের সান্তোসে। ব্রাজিলের কিংবদন্তি পেলেস সতীর্থ ছিলেন সেখানে। চেইন স্মোকার হিসেবে পরিচিত মেনোভির ৩৭ বছরের কোচিং কেরিয়ার ছিল বেশ বর্ণাঢ্য। লিওনেল মেসির জন্মশহর রোজারিওতে ১৯৩৮ সালে মেনোভির জন্ম। রোজারিও থেকে মেসির বহুকাল আগেই বিশ্বজয় করেছিলেন এই মেনোভি। খেলোয়াড়ি জীবনে স্ট্রাইকার পজিশনে খেলা মেনোভি ১৯৬৩ থেকে ১৯৬৮ পর্যন্ত আর্জেন্টিনা



জাতীয় দলের হয়ে ১১ ম্যাচ খেলে ২ গোল করেন। খেলা ছাড়ার পর ৩৭ বছরের কোচিং কেরিয়ারে ১১টি ক্লাব ও দুটি দেশের জাতীয় দলের কোচের ভূমিকা পালন করেছেন। ১৯৭৪ থেকে ১৯৮৩ সাল পর্যন্ত ছিলেন নিজের দেশ আর্জেন্টিনার কোচের দায়িত্বে। ১৯৯১-৯২ সালে সামলেছেন মেক্সিকো জাতীয় দলকে। আর্জেন্টিনাকে ঘরের মাঠে ১৯৭৮ বিশ্বকাপ জিতিয়ে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন মেনোভি। ছিপিছিয়ে পড়েনের জন্য 'এল ফ্লাকো' তকমা পাওয়া মেনোভি আর্জেন্টিনাকে প্রথম বিশ্বকাপ জেতার পরের বছর অনুর্ধ্ব-২০ দলকেও উপহার দিয়েছেন যুব বিশ্বকাপ। জাপানে ১৯৭৯ সালে অনুষ্ঠিত সেই টুর্নামেন্টে সেরা খেলোয়াড় হয়েছিলেন কিংবদন্তি দিয়েগো মারাদোনা। গোল্ডেন বল জিতে সেই টুর্নামেন্ট দিয়ে নিজের আগমনী বার্তা দিয়েছিলেন আর্জেন্টিনার ১৯৮৬ বিশ্বকাপ জয়ী দলের অধিনায়ক। ফাইনালে পুরোনো সোভিয়েত ইউনিয়নকে ৩-১ গোলে হারিয়েছিল আর্জেন্টিনা অনুর্ধ্ব-২০ দল। মেনোভির হাত ধরে বড়দের বিশ্বকাপের মতো যুব বিশ্বকাপও সেবারই প্রথম জিতেছিল আর্জেন্টিনা। কেউ কেউ বলেন, মেনোভির রিভারপ্লেট প্রীতির কারণে ১৯৮৬ সালে বিশ্বকাপের চূড়ান্ত দলে বোকাস এই কিশোরকে দলে নেওয়া হয়নি। যদিও, মেনোভি দাবি করেছিলেন, বিশ্বকাপ পরবর্তী যুব বিশ্বকাপের জন্য ফিট রাখতেই যুবদের দলে অন্ত মারাদোনাকে জাতীয় দলে নেওয়া হয়নি। মারাদোনারও বিশ্বকাপ জিতে নিতে কোনো সমস্যা হয়নি।

হয়তো বড় স্বপ্ন দেখেছিলেন, আর সেটাই সত্যি হয় ১৯৭৮ সালে। ১৯৭৮ বিশ্বকাপ ফাইনালে নেদারল্যান্ডসকে ৩-১ গোলে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল মেনোভির আর্জেন্টিনা। কোচিং কেরিয়ারে মেনোভি লম্বা চুল ও চেইন-স্মোকিং স্বভাবের কারণেও আলাদা করে স্মরণীয়। একবার বলেছিলেন, 'আমি কখনো নাগিতের কাছে যাইনি। নিজেই নিজের লুল কাটি।' মেনোভির বয়স যখন ১৬ বছর, তখন তাঁর বাবা ক্যান্সারে মারা যান। বাবার মতো তিনিও পরবর্তীতে চেইন-স্মোকার বনে যান। ধূমপানের স্বভাব নিয়েও একবার বলেছিলেন, এটা 'একাকীশে আমার বন্ধু।' তবে ২০১১ সালে ফুসফুসের অস্ত্রোপচার করানোর পর মেনোভি ধূমপান ছেড়ে দেন। ১৯৮২ বিশ্বকাপের দ্বিতীয় রাউন্ড থেকে আর্জেন্টিনার বিদায়ের মধ্য দিয়ে মেনোভির দেশের জাতীয় দলের কোচিং অধ্যায়েরও সমাপ্তি ঘটে। ১৯৮৩ সালে বার্সেলোনার কোচের দায়িত্ব নিয়ে দুই মরসুমে দুটি কাপ জেতেন মেনোভি। মারাদোনা তখন তাঁর অধীনে বার্সাতেই খেলতেন। বার্সা অধ্যায় শেষ করে মেনোভি ইতালি, মেক্সিকো, উরুগুয়ের ক্লাব ফুটবলে কোচিং করিয়েছেন। ফিরেছিলেন আর্জেন্টিনার ঘরোয়া ফুটবলেও। বোকা জুনিয়র্স, রিভার প্লেট, ইন্দেপেন্ডিয়েন্তের মতো আর্জেন্টিনার অন্যতম সেরা তিনটি ক্লাবের কোচের দায়িত্বও পালন করেছেন।